সম্পাদকের চিঠি

প্রিয় পাঠক

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা। বর্ষার এই মওসুমটায় আপনারা কেমন আছেন? শুষ্ক ধরণীকে শস্যশ্যামল করতে, আবীলতা দূর করতে বর্ষার প্রয়োজন হয়। তাই বর্ষার বর্ষণকে আমরা মহান আল্লাহর নেয়ামত হিসেবে বিবেচনা করে থাকি। বর্ষণতো নেয়ামত, কিন্তু অতিবর্ষণ থেকে এবং স্বল্পবর্ষণ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

প্রিয় পাঠক, বছর ঘুরে আমাদের জীবনে আবার ফিরে এল মাহে রমযান। রমযান এলে আমাদের জনজীবনে সাড়া পড়ে যায়। রোজা পালনের সাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। সেহরি এবং ইফতারের পবিত্র পরিবেশ আমাদের ঘরে-ঘরে নিয়ে আসে এক অনন্য আনন্দধারা। মাহে রমযানে আমাদের জীবনযাপনের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো তো সহজেই উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু আমাদের অন্তর্গত পরিবর্তন তথা আত্মশুদ্ধি ও জবাবদিহিতার চেতনায় আমরা কতটা সমৃদ্ধ হতে পেরেছি সেটাই বর্তমান সময়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। এ কারণে মাহে রমযানে রোজার লক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরজ করা হয়েছিল। সম্ভবত এর ফলে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। ”

পবিত্র কোরআনের এই বক্তব্য থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, তাকওয়া অর্জনই রোজার মূলকথা। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার চেতনায় সামগ্রীক জীবনে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে আমরা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে পারি। আল্লাহ আমাদের এই গুণ অর্জনের তওফিক দিন।

প্রিয় পাঠক, অনিবার্য কারণে আপনাদের প্রিয় পত্রিকা জিজ্ঞাসার নিয়মিত প্রকাশনা কিছুদিনের জন্য আমরা অব্যাহত রাখতে পারিনি। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। এখন থেকে জিজ্ঞাসা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। জিজ্ঞাসার নিয়মিত প্রকাশনায় গ্রাহক, পাঠক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতা আমাদের বিশেষভাবে কাম্য। মহান আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসার সাফল্য কামনা করে শেষ করছি আজকের চিঠি।

চিন্তাধারা - রমযান মাসের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য

মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

দেখতে দেখতে আবারও এসে গেল জান্নাতের বার্তাবাহক ধৈর্যের মাস রমযান। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ মাস পর্যন্ত হায়াত দিয়েছেন এজন্য আমরা আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। মু'মিন বান্দাগণ এ মাস আসার অনেক আগ থেকেই আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকেন তিনি যেন তাদেরকে এ মাসে পৌঁছান। আলহামদু লিল্লাহ আল্লাহ আমাদের সে দোয়া কবুল করেছেন। আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের এ মৌসুমে আমাদের প্রত্যেকের ওপর বিশেষ করে অভিভাবকদের ওপর বেশ কিছু গুরু দায়িত্ব বর্তায়। জ্ঞানের অভাবে বা অবহেলার কারণে সে দায়িত্বগুলো যথাযথ পালিত হয় না। তাই আমরা আজ এ বিষয়টি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ।

রমযান অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস। এ মাসটিকে মহান আল্লাহ অসংখ্য-অগণিত নেয়ামত ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা সুশোভিত করছেন। আরবী মাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাম্পন্ন মাস এটি। কারণ, এ মাসে মহান আল্লাহ মানবজাতির একমাত্র সংবিধান পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন যা শতভাগ নির্ভুল। কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের সর্বশ্রেণীর সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে এ মহাগ্রন্থে। শুধু তাই নয় কুরআন ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থ যেমন তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ইত্যাদিও এ মাসেই নাযিল করা হয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াত, সৎ পথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারীরূপে" [সূরা (২) বাকারা, আয়াত : ১৮৫]।

এ মাসের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হলো, এ মাসে মহান আল্লাহ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন সাওম ফরয করেছেন। যার প্রতিদান আল্লাহ তাআলা স্বয়ং দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন। হাদীসে কুদসীতে তিনি বলেন, "ফাইন্নাহু লী ওয়াআনা আজযী বিহি" অর্থাত্ "সাওম একমাত্র আমার জন্য এবং এর প্রতিদান আমি নিজে দিব" [সহীহ বুখারী : ১৭৭১]। এ মাসের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে এটি রহমত ও বরকতের মাস, গুনাহ মাফের মাস, ধৈর্য ও সবরের মাস, জান্নাতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত ও জাহান্নামের দ্বারসমূহ বন্ধের মাস, শয়তানকে শৃঙখলাবদ্ধ করার মাস, জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস, দোয়া কবুলের

মাস, কল্যাণ অর্জনের মাস, লাইলাতুল কাদরসম্পন্ন মাস, যে রাতটি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম প্রভৃতি।

অভিভাবকদের দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব :

মর্যাদাসম্পন্ন এ মাসটি পাওয়ার পর প্রত্যেক অভিভাবকের ওপর জরুরী হয়ে দাঁড়ায় যে, তাদের অধীনস্থদেরকে এ মাসের ফযীলত ও এর বরকত সম্পর্কে অবহিত করা এবং এসব ফযীলত থেকে যেন বঞ্চিত না হয় সে বিষয়টির প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখা। কারণ, প্রত্যেক অভিভাবকই নিজের আমলের পাশাপাশি তার অধীনস্থদের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করানোর কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারের সদস্যদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হলো মানুষ ও পাথর" [সূরা ৬ তাহরীম, আয়াত : ৬]। অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, "(হে নবী!) তোমার পরিবার পরিজনকে সালাতের আদেশ দাও এবং তুমি নিজেও তার ওপর অবিচল থাকো" [সূরা ২০ ত্বহা, আয়াত : ১৩২]।

রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্ববান এবং তোমাদের প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ... স্বামী তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্ববান এবং সে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের ব্যাপারে দায়িত্ববান এবং সে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে" [সহীহ বুখারী : ৮৯৩]। সুতরাং শুধু নিজে আমল করলে আখিরাতে নাজাতের জন্য তা যথেষ্ট হবে না। বরং নিজের আমলের পাশাপাশি পরিবারের লোকদেরকে আমল করার কথা বলতে হবে, তাদেরকে উৎসাহী করে তুলতে হবে, এমনকি প্রয়োজনে তাদের প্রতি চাপ সৃষ্টি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছরের সময়ই সালাতের আদেশ দাও। আর দশ বছর বয়সে তাদের প্রতি চাপ সৃষ্টি করো" [সুনান আবু দাউদ : ৪৯৫]। রাসূলুল্লাহ স. আরও বলেন, "মহান আল্লাহ প্রত্যেক দায়িত্ববানকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন। সে কি দায়িত্ব ঠিক মত পালন করেছিল না তার খেয়ানত করেছিল। এমনকি পুরুষ তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে" [সুনান নাসায়ী : ৯১২৯]।

অত্যন্ত দুঃখের হলেও সত্য যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি বা অধীনস্থরা দুনিয়াবী কোনো কাজে ব্যর্থ হলে যার পর নাই চিন্তিত হয়ে যাই, রাতের পর রাত আমাদের ঘুম নষ্ট হয়ে যায়, তাদেরকে রাগ করি, তাদেরকে বকাঝকা করি অথচ আমাদের সম্মুখে আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক যুবক ছেলে-মেয়েরা, স্ত্রীরা, নাতি-নাতনীরা প্রতিদিন ফরয সালাত পরিহার করছে, ফরয সওম বর্জন করছে, হারাম কাজে লিপ্ত হচ্ছে, তাতে আমরা কিন্তু চিন্তিত হচ্ছি না, আমাদের ঘুমও নষ্ট হচ্ছে না। এমনকি অনেক অভিভাবক সন্তানের পরীক্ষা, চাকরি, ব্যবসায়িক ব্যস্ততা ইত্যাদির জন্য তাদেরকে সাওম পালনে বাধা দিয়ে থাকে। এ বিষয়টি একজন মুসলিম ও মু'মিনের অন্তরে প্রশ্নবিদ্ধ করার কথা।

সন্তান ও অধীনস্থদেরকে ইবাদাতে অভ্যস্ত করানো :

আমরা যাদের অনুসারী তথা রাসূলুল্লাহ স. ও সাহাবীগণ, তাঁরা নিজেদের সন্তান-সন্ততি, জামাতা ও স্ত্রীদের ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন ছিলেন। তারা তাদের নাবালিগ শিশুদেরকে সালাত, সাওম, ইসলামি শিষ্টাচার ইত্যাদিতে অভ্যস্ত করানোর জন্য শৈশব থেকেই অনুশীলন করাতেন। রুবাইয়ি ‘ বিনত মু ‘আওয়িয রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাররমের দশ তারিখ সকালে আনসারদের এলাকায় লোক পাঠালেন, যে ব্যক্তি বেরোযা অবস্থায় প্রভাত করেছে সে যেন এভাবেই বাকী দিন অতিক্রম করে আর যে রোযাদার হিসেবে প্রভাত করেছে সে যেন রোযা রাখে। রুবাইয়ি ‘ বলেনÑ “(এ কথা শুনে) আমরা নিজেরা ঐদিন রোযা রাখলাম এবং আমাদের শিশুদেরকেও রোযা রাখালাম। আমরা শিশুদের জন্য উলের খেলনা তৈরী করে রাখতাম। যখন তারা খাবারের জন্য কান্না করতো আমরা তাদেরকে এগুলো দিতাম। এমনকি এ অবস্থায় ইফতারীর সময় হয়ে যেতো” [সহীহ বুখারী : ১৯৬০]। ইমাম বুখারী রহ. তার সহীহ গ্রন্থে ‘শিশুদের সাওম' অনুচ্ছেদে উমার রা.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে শিরোনাম রচনা করেছেন, “উমার রা. রমযান মাসে এক নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমার ধ্বংস হোক (এত বড় হয়েও তুমি রোযা রাখনি ও মদ পান করছ), অথচ আমাদের শিশুরাও রোযা রেখেছে। তারপর তিনি তাকে (মদ পানের) শাস্তি দিলেন” [সহীহ বুখারী, বাবু সাওমুস সিবয়ান, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৭]। রাসূলুল্লাহ স. তাঁর আদরের মেয়ে মা ফাতিমা রা. ও জামাতা আলী রা.-এর নিকট এসে তাদের ইবাদাত সম্পর্কে খোঁজ নিতেন। আলী রা. বলেন, নবী স. তার ও ফাতিমার কাছে রাতে আসেন এবং বলেন, তোমরা কি রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) পড়ো না? [সহীহ বুখারী : ১১২৭ও সহীহ মুসলিম : ৭৭৫]।

সুতরাং অভিভাবকদের আদর্শ হওয়া উচিত, তারা তাদের শিশুদেরকে শৈশব থেকেই শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যস্ত করে তুলবেন এবং তারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাদেরকে তা পালনের ব্যাপারে বাধ্য করবেন।

সন্তান ও অধীনস্থদের প্রতি অভিভাবকদের দায়িত্বসমূহ :

রমযান উপলক্ষে একজন অভিভাবকের যেসব বিষয়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করা উচিত তা সংক্ষেপে নিুরূপ :

১. রমযান মাস শুরু হওয়ার আগেই যেন পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ত প্রত্যেক সদস্য এ মাসের আমলসমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন করে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা। সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও অধীনস্থদেরকে কুরআন তিলাওয়াত, নফল সালাত, তাহাজ্জুদের সালাত, দান-খয়রাত ইত্যাদির জন্য সময় নির্ধারণ করে একটি তালিকা প্রণয়ন করার প্রতি উৎসাহিত করা।

২. প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সাওমের ব্যাপারে সচেতন থাকা এবং তাদেরকে এর ফযীলত, গুরুত্ব, মর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা এবং তারা সাওম পালন করতে না চাইলে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করা।

৩. তাদেরকে প্রকৃত সাওম সম্পর্কে অবহিত করা এবং এ কথা বুঝানো যে, শুধুমাত্র উপবাস থাকার নামই সাওম নয়। বরং উপবাস থাকার পাশাপাশি সকল অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় উপবাস থাকার কষ্টই ভোগ করা হবে, তা সাওম হিসেবে গৃহীত হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে (রোযাদার) মিথ্যা (অশ্লীল) কথা এবং অশ্লীল কাজ বর্জন করে না তার পানাহার ত্যাগ দ্বারা আল্লাহর কিছুই আসে যায় না” [সহীহ বুখারী : ১৯০৩]।

৪. তাদেরকে সাহরীর আদবসমূহ যেমন সাহরী খাওয়া, সাহরীর খাবার হালকা হওয়া, শেষ সময়ে সাহরী খাওয়া এবং সাহরীর সময় নেক আমল তথা দোয়া করা, তাহাজ্জুদ পড়া, কুরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা।

৫. তাদেরকে ইফতারের আদবসমূহ যেমন বিলম্ব না করে প্রথম ওয়াক্তে ইফতার করা, হালকা খাবার দ্বারা ইফতার করা, ইফতারের আগে দোয়া করা, ইফতার খাওয়ার

পর শুকরিয়া আদায় করা, রোযাদারকে ইফতার করানো ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান দেয়া এবং সে অনুযায়ী যাতে তারা আমল করে এ বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন করা।

৬. বিশেষ করে রমযানের শেষ দশকে পরিবারের সদস্যদেরকে রাতের শেষ অংশে তাহাজ্জুদের জন্য জাগানো। রাসূলুল্লাহ স. শেষ দশকে পুরো রাত জাগ্রত থেকে ইবাদাত করতেন এবং নিজ পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন। স্ত্রী যদি রাতে জাগতে না পারেন তাহলে স্বামীর ওপর দায়িত্ব বর্তায় সে যেন স্ত্রীকে রাতে জাগিয়ে দেয়। অনুরূপ স্ত্রীর ওপর দায়িত্ব বর্তায় স্বামী উঠতে না পারলে তাকে জাগিয়ে দেয়া। পিতা-মাতা সন্তানদের জাগিয়ে দিবে, যেমনটি ইতোপূর্বে উল্লিখিত আলী রা.-এর হাদীসে আমরা জানতে পেরেছি।

৭. একজন অভিভাবক হিসেবে স্বামীর জন্য উচিত নয় এ মাসে স্ত্রীর ওপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবারের রান্না চাপিয়ে দেয়া। কারণ, রমযান সংযমের মাস। এ মাসে অধিক পানাহার থেকে সংযম করা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যদিও এ মাসে সংযমের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু অনেক পরিবারেই সংযমের পরিবর্তে অতিরিক্ত পানাহারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে যা মোটেও শরীয়তসম্মত নয়।

৮. রমযান কুরআনের মাস। এ মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় এ মাসের এতো মর্যাদা। তাই প্রত্যেক অভিভাবকের ওপর গুরু দায়িত্ব বর্তায়, তিনি নিজে কুরআন তিলাওয়াত করবেন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াতের জন্য নির্দেশ দিবেন। পুরো রমযান মাসে যেন অন্তত একবার কুরআন খতম দেয়া হয়। বিশেষ করে অর্থসহ তিলাওয়াত করতে পারলে আরো বেশী কল্যাণ অর্জিত হতে পারে।

৯. যেসব পরিবারের সদস্যরা ধনী তাদের অভিভাবকদের ওপর অতিরিক্ত একটি দায়িত্ব হলো তারা তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে এ মাসে বেশি বেশি দান-খয়রাতের পরামর্শ দিবেন। আর যাকাত ফরয হয়ে থাকলে অবশ্যই তাদের যাকাত আদায় করার কথা বলবেন। রাসূলুল্লাহ স. এ মাসে বাতাসের গতির চেয়েও বেশি গতিতে দান-খয়রাত করতেন [সহীহ বুখারী : ৬]।

পরিশেষে বলবো, আজকে যদি সরকার কর্তৃক একটি পরিখা খনন করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে ঘোষণা দেয়া হতো, যারা সালাত আদায় করবে না বা সওম পালন করবে না বা কুরআন

তিলাওয়াত করবে না বা যাকাত প্রদান করবে না তাদেরকে এ আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়া হবে তাহলে আমরা যেমনিভাবে আমাদের সন্তান ও অধীনস্থদেরকে এ আগুন থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালাতাম তেমনিভাবে জাহান্নামের আগুন যা এ আগুনের চেয়ে আরো অনেক অনেক গুণ বেশি উত্তপ্ত হবে তা থেকে তাদেরকে রক্ষা করার অনেক বেশি প্রচেষ্টা আমাদের চালানো উচিত। আল্লাহ আমাদেরকে তা করার তাওফীক দান করুন।

লেখক : সহকারী পরিচালক, মসজিদ কাউন্সিল

চিন্তাধারা - ইসলাম ও সেক্যুলারিজম

ডা. জাকির আবদুল করিম নায়েক
অনুবাদ : মুহাম্মদ মিজানুর রহমান খান

PEACE TV খ্যাত ডাঃ জাকির নায়েক পেশায় একজন চিকিৎসক হলেও তিনি এখন একজন দা'য়ী বা ধর্ম প্রচারক হিসেবেই বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোও পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়েছে। তাঁর লেখা Islam and Secularism বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর বাংলা রূপান্তর 'জিজ্ঞাসা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে । : প্রধান সম্পাদক

চব্বিশ

প্রশ্ন: বিভিন্ন দেশে আইনের বিভিন্ন ধারা আছে উদাহরণস্বরূপ ইন্ডিয়ার কথা বলি। ইন্ডিয়াতে আইনের শাসনে আইন প্রণয়নের জন্য বোর্ড গঠন করা হয়। যেমন- পারিবারিক আইন, সম্পত্তি আইন ইত্যাদি। এইসব আইনের আওতায় শাস্তিও ভিন্ন রকম। আমি সারা বিশ্বের ক্ষেত্রে বলি।

উত্তর: ভাই, আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে ভিন্ন কোন শাস্তির বিধান করা যায় কিনা?

প্রথমে ইন্ডিয়ার কথা বলবো, তারপর বাংলাদেশের কথায় আসবো। আমি দুঃখিত, আমি ইসলামী আইন ভেবেছিলাম। আমাদের ইন্ডিয়াতে মুসলিম ব্যক্তিদের নিয়ে যে ল' বোর্ড গঠন করা হয় তারা কেবল ব্যক্তিগত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। তারা শুধু ব্যক্তিগত বিষয়ে রায় প্রদান করে থাকেন। যেমন- তালাক, বিবাহ, ওয়ারিশ সংক্রান্ত (In heritence) ইত্যাদি। তারা ফৌজদারী কোন আইন প্রণয়ন করতে পারেন না, কারণ আমাদের ইন্ডিয়াতে কমন ফৌজদারী আইন রয়েছে। সুতরাং আপনার প্রশ্ন ভিত্তিহীন। এবার বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলি। আমি এ বিষয়ে ভাল জানি না, আপনারা এমনটা ভাববেন না যে, আমি আপনার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছি। আমি জানি যে বাংলাদেশে কত ধরনের বিচারালয়, কোর্ট রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি ইসলামের প্রথম যুগের কথা বলেন, তাহলে বলবো তখন খিলাফত ছিল। তখন যিনি খলিফা ছিলেন তিনি ছিলেন সর্বপ্রধান, খেলাফত ব্যবস্থায় খলিফা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। তখন নিম্ন আদালত ছিল। নিম্ন আদালতের বিষয় নিষ্পত্তির জন্য উচ্চ আদালতে যেতে পারতো, আবার তা সুপ্রিম কোর্টেও যেতে পারত। যিনি খলিফা হিসেবে নিয়োগ পেতেন তিনিই প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োজিত থাকতেন। কোন নিম্ন আদালত ডিফল্টার (বিচারে ব্যর্থ) হলে যে কেউ সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারতেন। খলিফা ছিলেন সুপ্রিম জজ। কিন্তু

বর্তমানে সে খিলাফাত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের বিচার পদ্ধতি রয়েছে তা নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট ইত্যাদি, তা আমরা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস থেকে জানতে পারি। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন: একটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই, যে বিষয়ে আপনার কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়। তাহলো, বাংলাদেশের যেসব মাওলানা যারা সামাজিকভাবে অনেক সম্মানিত, মর্যাদাবান, সম্মানিত, তারা তো সে দেশের কোন নিম্ন আদালত বা উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ পায়নি। কিন্তু তারা তো জনসম্মুখে 'তাসলিমার' জন্য শাস্তি ঘোষণা করেছে। আমার প্রশ্ন হলো- তাদের এ 'তাসলিমা নাসরিনের' মাথার জন্য এমন ঘোষণা দেওয়ার অধিকার আছে কি?
উত্তর: আপনি যদি আগের প্রশ্নের উত্তর মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকেন তাহলে সেখানেই আমি এর জবাব দিয়েছি। আমি সেখানে বলেছি, আমি আপনিসহ প্রত্যেকের 'ফতোয়া' দেওয়ার অধিকার আছে। ফতোয়া অর্থ হলো 'মতামত' সে (মাওলানা) 'ফতোয়া' দিতে পারে। সে তাসলিমা নাসরিনের মাথা কেটে নেওয়া যাবে এমন মতামত দিতে পারে।

প্রশ্ন: তাই বলে কি সে (মাওলানা) পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘোষণা করবে?
উত্তর: ৫০ হাজার টাকার বিষয়টি আমাকে আগে জিজ্ঞেস করা হয়নি। প্রশ্ন করার সময় এ টাকার কথা বলেন নি। এ বিষয়টি এইমাত্র বলছেন, তবুও আমি এর উত্তর দিব।
কারও কি অধিকার আছে যে অন্য কারও মাথার মূল্য ঘোষণা করা? কারও স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার দেওয়ার পর কেউ কি অন্যের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে পারবে? অন্যের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া, মানহানিকর কোন বক্তব্য দেওয়ার অধিকার আছে কি? যে কারো ফতোয়া বা মত প্রকাশের অধিকার থাকলেও আপনি নিশ্চয় অন্যের বিরুদ্ধে মানহানিকর কিছু বলতে পারেন না, অন্যের বিরুদ্ধে অপবাদ রটাতে পারেন না। এটা যদি কোন ইসলামী রাষ্ট্রে ঘটে থাকে, তাহলে তাসলিমা নাসরিনের এ অধিকার আছে যে সে ঐ মাওলানাকে বিচারের সম্মুখীন করবে। তাসলিমা নাসরিন মাওলানাকে ইসলামী কোর্টের আওতায় নিতে পারে। তাসলিমা তার বিরুদ্ধে ইসলামী কোর্টে বিচার চাইতে পারে। কোন ইসলামী রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি যদি তাসলিমা নাসরিনকে অপবাদ বা মানহানি করে তাহলে সেখানে তাসলিমা নাসরিনের এই অধিকার আছে যে, সে ঐ ব্যক্তিকে ইসলামী কোর্টের বিচারের মুখোমুখি করবে। সে ইসলামী আদালতে তার বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারবে, বিচার চাইতে পারবে। কিন্তু আমি জানি না, বাংলাদেশ কতটুকু ইসলামী রাষ্ট্র? সেখানে কি পরিমাণ ইসলামী আইন অনুসরণ করা হয়?

তারা হয়তো ইসলামী আইন অনুসরণ করে হয়তো বা করে না। আমি জানি না। ভাই আপনারা আমার উত্তর শেষ করতে দিন। আমি কোনো দেশের আইনের কথা বলছি না। আমি কেবল ইসলামের সাধারণ যে বিধান রয়েছে তাই বলছি। সুতরাং তাসলিমা নাসরিন যদি মনে করে মাওলানা তার বিরুদ্ধে মাথা কেটে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে তার মাথার যে মূল্য ঘোষণা করেছে তা অন্যায়, তাহলে তার অধিকার আছে সে (তাসলিমা) ঐ ব্যক্তিকে ইসলামী আদালতের বিচারের সম্মুখীন করার।

যদি কেউ এমন থাকে এবং তাকে অবশ্যই আদালতের সম্মুখীন করতে পারবে। কিন্তু আমাকে আমার উত্তরের সাথে ফাদার পেরেরার মন্তব্যের সাথে সংযুক্ত করতে চাই। তিনি বলেছেন যে, যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'ব্লাসফেমি' আইন প্রণয়ন করা খুবই সহজ এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া খুবই সহজ। তিনি এর স্বপক্ষে তাসলিমা নাসরিনের উদাহরণ দিয়েছেন। আসলে এ বিষয় এত সহজ নয় যতটা সহজ বলেছেন ফাদার পেরেরা। কারণ, আপনি যদি কোন অভিযোগের জন্য ইসলামী আদালতে সাক্ষী উপস্থাপন করতে চান তাহলে ছোট অপরাধের জন্য কমপক্ষে দুইজন সাক্ষী উপস্থাপন করতে হবে আর বড় বা গুরুতর অপরাধের জন্য কমপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। আর যদি চারজন সাক্ষীর কোন একজন ভূয়া প্রমাণিত হয়, আদালতে সাক্ষীগণের জেরা করার সময় কোন একজন ভূয়া প্রমাণিত হয় তাহলে চারজনের প্রত্যেককে আশিটি করে চাবুক মারা হবে। প্রত্যেককে ৮০টি চাবুক গ্রহণ করতে হবে। এটা খুবই সহজ নয়। এটা ইন্ডিয়ার আদালতের শপথ করা। "আমি যাহা বলিব সত্য বলিব" এমন শপথ করার মত সহজ নয়। ইন্ডিয়া সরকারের আদালতে গিয়ে "আমি যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না" বলে শপথ করার মত সহজ নয়। আপনি যদি ভূয়া প্রমাণিত হন তাহলে আপনাকে ৮০টি চাবুক সহ্য করা সহজ নয়, অত্যন্ত কঠিন। ফাদার পেরেরা যতটা সহজভাবে উল্লেখ করেছেন তেমন সহজ নয়। আশা করি, ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন: আমি সাজিদ রশিদ, উর্দু টাইমস্ থেকে এসেছি। আমরা এমন দেশে বসবাস করছি যেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ একত্রে বসবাস করছি এবং এই দেশের যে সংবিধান রয়েছে সেখানে জনগণের শাস্তির বিধানের জন্য সাধারণ আইনও আছে। যা সব জনগণের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এখন এমন একটি দেশে বসবাস করে কোন ব্যক্তি যদি কুরআনকে অস্বীকার করে বা কুরআনের অবমাননা করে তাহলে এমন অপরাধের জন্য ইসলামী আইনে যে শাস্তির বিধান রয়েছে সেসব শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য আপনি কি কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ

দেবেন? যেখানে এমন একটি দেশের যার নিজস্ব সংবিধান রয়েছে সেক্ষেত্রে কুরআন অবমাননার জন্য ইসলামী আইনের বিধান মতে কি ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেয়া আপনার জন্য কি যথার্থ হবে?

উত্তর: ভাই আপনি প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন করেছেন। যদিও আমরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক একসাথে বসবাস করছি তারপরও কি আমরা প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব আইন মেনে চলছি? ধরুন, আপনাদের কেউ কুরআনের অবমাননা করলো, আপনি কি ইসলামের আইন মেনে চলতে পারবেন? ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতে পারবেন? আমাকে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝতে দিন সে যে দেশেই হোক তা সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, আমেরিকা বা ইংল্যান্ড বা ইন্ডিয়া সব দেশের ফৌজদারী (Criminal law) আইন সকলের জন্য সমান। সেখানকার (Criminal law) কেবল পরিবর্তন হতে পারে। সৌদি আরবের সরকারের জন্য একই রকম হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম। এই ইন্ডিয়াতেও ফৌজদারী আইন মুসলিম বা অমুসলিম সবার ক্ষেত্রে একই রকম। সুতরাং এক্ষেত্রে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ফৌজদারী আইন থাকতে পারে না। এক এক সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন রকম ফৌজদারী আইন থাকতে পারে না। আপনি সেখানে আপনার মতামত জানাতে পারেন, আপনি বলতে পারেন না তার জন্য এক/দুই বা তিন বছর ইত্যাদি রকম শাস্তির জন্য মতামত দিতে পারেন। আপনি এমন মন্তব্য করতে পারেন কিন্তু কোনভাবেই তা প্রাকটিস করতে পারবেন না। কারণ, আপনাকে অবশ্যই সাধারণ যে ফৌজদারী আইন রয়েছে তাই প্রাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ, আপনি যদি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই কুরআনের বিধান মেনে চলতে হবে। কোনভাবেই আপনি কুরআনের আইনের বাইরে যেতে পারবেন না। কুরআনের বিধানের থেকে দূরে যেতে পারবেন না। যেহেতু ইন্ডিয়া ইসলামিক রাষ্ট্র নয় তাই আপনি এখানে কুরআনের আইনের বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। আপনি এখানে কেবল এখানকার সাধারণ ফৌজদারী আইন মেনে চলতে হবে। আশা করি, আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রিয় কবিতা

মুসলিম দেশে রমযান

আলতাফ ভিমজি

কিছুক্ষণ আগে
একটি সরু চাঁদের ফালি
দেখা দিল আকাশে, মাত্র কয়েক মিনিট
যা দেখা গেল খালি চোখে
এ ছিল একটি পবিত্র মাসের আগমনী বার্তা
একটি নতুন রাতের সূচনা
একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে আর
বলছে রমজানুল মোবারক
আরো কয়েক ঘন্টা পর
চারদিকে শুনি ড্রামের আওয়াজ
জাগো সবাই জাগো সেহেরী খাও
ভোরের আগেই খেয়ে নাও, নিদেন পক্ষে এক গ্লাস পানি
নিয়্যত করো রোজার
জাগো জাগো...
এরপর ফুটলো ভোরের আলো, তেতে উঠলো সূর্য
রেঁস্তোরাগুলো বন্ধ, কফি হাউস জনশূন্য
কাজের মানুষগুলো বেলাবেলি বাড়ী, ফিরতে শুরু করলো
প্রশান্ত বিকেলে বিশেষ পসরা নিয়ে খুলেছে
দোকানপাট, থরে থরে সাজানো সব খাবার
ব্যস্তসমস্ত হয়ে সবাই কিনছে যে যার
মতো ইফতার সামগ্রী
বাড়ীতে বাড়ীতে মায়েদের ব্যস্ততা
তৈরি করতে হবে ঐতিহ্যবাহী সব খাবার
সূর্য ডুবে যাওয়ার প্রাক্কালে নগরীর,
রাজপথগুলো অনেকটাই
জনশূন্য, সবাই ফিরেছে গৃহে, যেন
জারী হয়েছে কারফ্যু
আর কয়েকটি মুহূর্তমাত্র, নিজেরা ও অতিথিবর্গ

সবাই ইফতারির টেবিলে
সামান্য দু'একটি কথা মুখে মুখে
সবাই অপেক্ষমান... ঝরে পড়ে নিরবতা
আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার...
আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই ....
এরপর সাইরেন, দিগন্তের আড়ালে
সূর্যের বিদায়ের পালা
সবাই মিলে খোরমা খেজুর আর অন্যান্য
খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ
অবয়বে সামান্য ক্লান্তির ছাপ, এর পরও
সবাই খুশী এই রমজানের ক্ষণে...

অনুবাদ: মতিন মাহমুদ

চয়ন - রাসূলের (সা:) যুগে নারী স্বাধীনতা

মূল: আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ

অনুবাদ: মওলানা আবদুল মুনয়েম - অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী
মওলানা মুনাওয়ার হোসাইন

॥ সাতাইশ ॥

মেয়েরা নিজের সম্প্রদায়কে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন

"হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। একবার সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সফরে ছিলেন। তাঁরা রাতের প্রথমভাগে যাত্রা শুরু করে ভোর পর্যন্ত চললেন। ভোরে বিশ্রামের জন্য নেমে সূর্যোদয় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলেন। সর্বপ্রথম আবু বকর (রা) ঘুম থেকে জাগলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-কে জাগালেন না। এরপরে উমর (রা) জাগ্রত হলেন। তারপর আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর শিয়রে বসে উচ্চ স্বরে তাকবীর দিতে লাগলেন। এতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। (রাবী বলেনঃ) এরপর সকলে মিলে ফজরের সালাত আদায় করলেন। ইতিমধ্যে আমাদের এক সঙ্গী পৃথক হয়ে গেলেন এবং একত্রে সালাত আদায় করলেন না। সে আমাদের কাছে ফিরে এলে রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ কি হে, তুমি আমাদের সাথে সালাত আদায় করলে না যে? জবাবে সে বললো, আমি অপবিত্র হয়ে গেছি। এরপর তিনি তাকে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে বললেন। তারপর সে সালাত আদায় করলো, (রাবী বলেনঃ) এরপর রসূলুল্লাহ (স) আমাকে তাঁর সামনের একটি বাহনে আরোহণ করিয়ে দিলেন। তখন আমরা ভীষণভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলাম। পথ চলতে চলতে আমরা এলোমেলো কাপড় পরিহিতা এক মহিলার দেখা পেলাম। তার পা দুটি ঝুলানো ছিল দু'টি বড় পাত্রের মাঝখানে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পানি পাওয়া যাবে কোথায়? জবাবে সে বললো, থামতো! এখানে কোথাও পানি নেই। আমরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তোমার লোকজনদের থেকে পানি কত দূরে? সে বললো, একদিনের পথের দূরত্বে। তাকে বললাম, তুমি একটু রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে চলতো! সে বললো, রাসূলুল্লাহ (স) কে? তাকে আমরা আর কিছু না বলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে নিয়ে এলাম। সে আমাদের কাছে যা বলেছিল তাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে বললো। অতিরিক্ত এতটুকু বললো যে, সে একজন বিধবা। রাসূলুল্লাহ (স) তার পাত্র দুটি নিয়ে আসতে বললেন। পাত্র দু'টি আনা হলে তিনি তার মুখে হাত বুলিয়ে দিলেন। তা পানিতে পূর্ণ হয়ে গেল। এরপরে আমরা চল্লিশ জন পিপাসিত লোক তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলাম এবং আমাদের সাথে যে ছোট-বড় পাত্র ছিল তা পানিপূর্ণ

করে নিলাম। কিন্তু আমাদের উটগুলোকে পানি পান করলাম না। অথচ পাত্রগুলো থেকে পানি উপচিয়ে পড়ছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ তোমাদের কাছে যা খাবার আছে নিয়ে এসো। কয়েক খণ্ড রুটি ও কিছু খেজুর সেই মহিলার জন্য আনা হলো। এরপর সে তার পরিবার পরিজনের কাছে চলে গেলো এবং বললো, আমি শ্রেষ্ঠ যাদুকরের সাথে সাক্ষাত করেছি, অথবা সে নবীও হতে পারে, যেমনটি তাঁর সঙ্গীরা বলাবলি করছিল। এভাবে আল্লাহ মহিলার দ্বারা ঐ লোকালয়কে হেদায়াত করলেন এবং তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলো। অপর এক বর্ণনায় আছেঃ পরবর্তীতে যখন মুসলমানরা ঐ লোকালয়ের পার্শ্ববর্তী মুশরিক এলাকা আক্রমণ করলো, তখন তাদেরকে কিছু বললো না। তারপর একদিন সেই মহিলা তার গোত্রের লোকদেরকে বললোঃ মুসলমানরা ইচ্ছাপূর্বক তোমাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেবে বলে আমার মনে হয় না। ইসলামের ব্যাপারে তোমাদের কোন আগ্রহ আছে কি? এরপর তারা সকলে তার কথা মেনে নিল এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। ” (বুখারী ও মুসলিম)

শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অধিকার, যা পূর্ণ দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি কন্যা সন্তানের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে তাকে উত্তমভাবে লালন করলে ঐ কন্যা সে ব্যক্তির জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। ” (বুখারী ও মুসলিম)

আর কন্যাদেরকে লেখাপড়া ও শিষ্টাচার শেখানোর চেয়ে বড় ইহসান তথা উত্তম লালন পালন আর কি হতে পারে। হযরত আবু বুরদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ “যে ব্যক্তির অধীনে কোন দাসী থাকে। সে যদি তাকে উত্তমরূপে লেখাপড়া ও শিষ্টাচার শিখিয়ে স্বাধীন করে দেয় এবং বিবাহ করে, তবে সেই ব্যক্তি দুটি প্রতিদান পাবে। ” (বুখারী)

এ হাদীসে দাসীদেরকে উত্তমরূপে লেখাপড়া ও শিষ্টাচার শিখানোর জন্য মুসলিম মনিবদেরকে যখন তাকিদ দেয়া হয়েছে, তখন তাদের নিজ স্বাধীন কন্যার ক্ষেত্রে এটাতো অধিকতর প্রযোজ্য। আর সৎ চরিত্র ও সুশিক্ষাই তো উপকৃত হওয়ার সেরা উপায়। সচ্চরিত্র একটি স্থায়ী বিষয় এবং সুশিক্ষার ধরন ও পরিমান যুগের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

“জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে আতা এবং তার থেকে ইবনু জুরায়েজ বর্ণনা করেনঃ কোন এক ঈদুল ফিতরের দিন রসূলুল্লাহ (স) সালাত আদায় শেষে খুতবা দিলেন, খুত্বা শেষে তিনি

মহিলাদের কাছে আসলেন এবং তাদেরকে কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন। তখন তিনি হযরত বেলাল (রা)-এর হাতের উপর ভর দিয়েছিলেন আর বেলাল (রা) তাঁর কাপড় মেলে ধরছিলেন, যাতে মহিলারা দান করছিলেন। (অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (স) মনে করলেন তাঁর কথা মেয়েরা শুনতে পায়নি, তাই তিনি তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে উপদেশ দিলেন এবং সাদকা করতে বললেন।) ইবনে জুরাইজ আতা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মনে করেন যে, মেয়েদেরকে উপদেশ দেয়া ইমামের কর্তব্য? জবাবে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ অবশ্যই এটা ইমামদের কর্তব্য। কিন্তু তারা এটা করছে না কেন! (বুখারী ও মুসলিম)

রসূলুল্লাহ (স) যখন দেখতে পেলেন যে, তাঁর কথা মেয়েরা শুনতে পায়নি, কারণ সমাবেশ খুব বড় ছিল, তাছাড়া মেয়েদের সারিগুলো পুরুষদের সারির পিছনে ছিল, তখন তিনি তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে উপদেশ দিলেন। কেননা এটা ছিল শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের বৈধ অধিকার। আর আতা (রহ)-এর প্রতি আল্লাহ রহম করুন। কারণ তিনি মেয়েদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ দেয়া অপরিহার্য মনে করেছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িক ইমামগণের পশ্চাৎপদতাকে তিনি খুবই অপছন্দ করতেন। নারীর উপর অর্পিত দায়িত্বগুলো যাতে সে যথাযথভাবে পালন করতে পারে সেজন্যে শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে তার অধিকারের গুরুত্বের ব্যাপারে উল্লিখিত হাদীসগুলিই যথেষ্ট। তাছাড়া শরয়ী বিধানের একটি নীতি হলোঃ

"কোন ওয়াজিব সম্পন্ন করতে যা প্রয়োজন হয়, তাও ওয়াজিব। " আর নারীর দায়িত্বগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ওয়াজিব ও সুন্নাত।

হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা

হাফেয যাহবী বলেনঃ "হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন মহিলা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। "

ইমাম শওকানী বলেনঃ "উলামায়ে কেরামের কারো পক্ষে মহিলা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি কোন মহিলার বর্ণনাকে মহিলা হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমন বহু হাদীস রয়েছে যা একজন মহিলা সাহাবী বর্ণনা করেছেন, আর গোটা উম্মত তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে। ইলমে হাদীস সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞান রয়েছে তিনি একথা অস্বীকার করতে পারেন না। "

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আমাদের এই দীনের মধ্যে কেউ যদি নতুন কিছু প্রবর্তন করে যা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলে তা অগ্রহণযোগ্য।" (বুখারী ও মুসলিম)

অন্যত্র হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ "জুতা পরিধান করা, চুল আঁচড়ানো এবং অযু করা এ জাতীয় প্রতিটি কাজে রসূলুল্লাহ (স) ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আরো বলেনঃ "একদা রসূলুল্লাহ (স) দরজার কাছে উচ্চস্বরে ঝগড়া শুনতে পেলেন। একজন অপরজনের কাছে ঋণ মওকুফ ও দয়া কামনা করছিল। অপরজন বলছিলঃ আল্লাহর কসম! আমি তা করবো না। তখন রসূলুল্লাহ (স) বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভাল কাজ না করার ব্যাপারে আল্লাহর কসম কঠিন শপথকারী কোথায়? লোকটি বললোঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আমি সে (ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি) যা ভালো মনে করে তাই করতে পারে।" (বুখারী ও মুসলিম)

"হযরত হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (স) কে বসে নফল সালাত আদায় করতে দেখিনি। অবশ্য ইন্তিকালের এক বছর পূর্ব থেকে তিনি নফল সালাত বসে আদায় করেছেন। তখন ধীর ও শান্তভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে সূরা তেলাওয়াত করতেন।" (মুসলিম)

"হযরত উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ঘরের দরজায় ঝগড়ার শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি বললেন, আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আমার কাছে মানুষ ঝগড়া বিবাদ নিয়ে আসে। তাদের একপক্ষ অপর পক্ষের তুলনায় বক্তব্য পেশ করতে অধিকতর পারদর্শী হওয়ায় আমি তাকে সত্যবাদী বলে মনে করি এবং তার সপক্ষে রায় দিয়ে দেই। আমি যদি কোন মুসলমানের অধিকার ক্ষুণœ করে রায় প্রদান করে থাকি, তবে তা হবে আগুনের টুকরো, সে চাইলে তা গ্রহণ করতে পারে বা পরিত্যাগ করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

"হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ থেকে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ (স) তার কাছে সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করলেন এবং বলতে লাগলেন, আরববাসী যে অকল্যাণের নিকটবর্তী হয়েছে তাতে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। ইয়াজুজ-মাজুজদের ঘেরাও করা প্রাচীর আজকে এতটুকু খুলে

দেয়া হয়েছে, এই বলে তিনি বৃদ্ধা ও অনামিকা আঙ্গুলি গোল করে দেখালেন। তখন যয়নাব বিনতে জাহশ জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরাও কি ধ্বংস হয়ে যাবো অথচ আমাদের মধ্যে উত্তম লোকেরা রয়েছেন? তিনি জবাবে বললেনঃ হ্যাঁ, যখন পাপাচার বৃদ্ধি পাবে। " (বুখারী ও মুসলিম)

"উম্মে হাবীবা থেকে বর্ণিত। একদা তিনি এই বলে দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ! আমার স্বামী রসূলুল্লাহ (স), পিতা আবু সুফিয়ান এবং ভাই মুআবিয়া প্রমুখের সাথে আমাকে দীর্ঘদিন বসবাস করার সুযোগ দাও। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ তুমি আল্লাহর কাছে এমন কিছু সময়, দিন ও রিযিকের আবেদন করলে যা পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছে। কোন কিছুই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে সংঘটিত হবে না। এরচেয়ে তুমি যদি আল্লাহর কাছে জাহান্নাম বা কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাইতে, তাহলে সেটাই ছিল কল্যাণকর ও উত্তম। বর্ণনাকারী বলেনঃ এরপর তাঁর কাছে বানর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। বর্ণনাকারী মিস'আর বলেন, আমার মনে হয় তাঁর কাছে শূকরে পরিণত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে রসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেনঃ আল্লাহযে জাতিকে অন্য জীবজন্তুতে পরিণত করেছিলেন তাদের কোন উত্তরসূরী বা প্রজন্মই তিনি রাখেননি। বানর বা শূকর তো পূর্বেও ছিল। " (মুসলিম)

"হযরত জুয়াইরিয়া থেকে বর্ণিত। একবার রসূলুল্লাহ (স) তাঁর কাছ থেকে অতি প্রত্যুষে যখন তিনি ফজরের সালাত আদায় করতেন তখন বেরিয়ে গেলেন। এসময় জুয়াইরিয়া তাঁর সালাত আদায়ের স্থানে বসে ছিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (স) দুপুরের পর ফিরে আসলেন। তখনও তিনি বসেছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ তোমাকে যেখানে বসে থাকতে দেখেছিলাম তুমি এখনও সেখানে বসে আছ? জবাবে তিনি বললেনঃ জি হ্যাঁ ইয়া রসূলুল্লাহ (স)! এরপর তিনি বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর যে চারটি কথা তিনবার বলেছি, সেগুলি যদি তোমার সারাদিনের কথার সাথে ওজন দেয়া হয়, তবে তার চেয়ে বেশী ভারী হবে। আর তা হলোঃ

"সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহাম্দিহি আদাদা খালকিহি ওয়া রিদা নাফসিহি ওয়া যিনাতা আরশিহি ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহ। "

অর্থাৎ "মহান আল্লাহর প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতার ঘোষণা দিচ্ছি তাঁর সৃষ্টি, সন্তুষ্টি, আরশের ওজন ও তাঁর প্রশংসা লেখার প্রয়োজনীয় কালি পরিমাণ। " (চলবে....)

সাক্ষাৎকার

মিসরের সকল নাগরিকের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো প্রয়োজন

সাক্ষাৎকারে পার্লামেন্ট স্পীকার আল কাতাতনি

মিসরের নবগঠিত পার্লামেন্টের স্পীকার ডঃ মোহাম্মদ সা'দ আল কাতাতনি বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে মিসরের সকল নাগরিকের, সকল দেশ প্রেমিক নারী পুরুষের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো প্রয়োজন। তিনি বলেন, মিসরের অন্তর্বর্তী সরকার কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করতে পারছে না, এই প্রেক্ষাপটে তার দল ফ্রিডম এন্ড জাস্টিস পার্টি (এফজেপি) চাপ সৃষ্টির কৌশল অব্যাহত রাখতে চায় যাতে লক্ষ্য অর্জিত হয়। তিনি সম্প্রতি কুয়েতের জাতীয় টেলিভিশনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে একথা বলেন। তিনি বলেন, মিসরে তথাকথিত গোষ্ঠীগত সংঘাতের জন্য মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইখওয়ানুল মুসলিমুন কখনোই দায়ী নয়- কেননা এ দল মধ্যপন্থী ইসলামী দল আর তারা মডারেট ইসলামে বিশ্বাসী, চরমপন্থায় নয়। মিসরে বিপ্লবের ফল ইসলামপন্থীরা ছিনতাই করেছে বলে কথিত অভিযোগও অস্বীকার করে তিনি বলেন, মুসলিম ব্রাদারহুড দীর্ঘ দিন ধরে সক্রিয়ভাবে সকল মিসরীয়কে নিয়ে কাজ করেছে, তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে সেবা দিয়েছে, যা ব্রাদারহুডের জন্য পার্লামেন্টের উচ্চ ও নিু কক্ষের নির্বাচনে ব্যাপক বিজয় এনে দিয়েছে।

কাতাতনির পুরো নাম ডঃ মোহাম্মদ সা'দ তৌফিক আল কাতাতনি। তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক শাখা ফ্রিডম এন্ড জাস্টিস পার্টির সাধারণ সম্পাদক। দল পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হলে তিনি গত জানুয়ারিতে মিসরের পার্লামেন্ট পিপল্স এসেম্বলীর স্পীকার নির্বাচিত হন। কাতাতনি জন্ম ১৯৫২ সালের ৩ এপ্রিল মিসরের জিরগায়। তিনি উদ্ভিদবিদ্যায় আন্ডার গ্রাজুয়েট করার পর আসিউত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে ১৯৭৪ সালে বিএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। পরে তিনি মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ে পড়াশোনা করেন, ১৯৭৯ সালে এ বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রী অর্জন করেন। মিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছর অধ্যয়ন করার সাথে সাথে তিনি সেখানে সহকারী লেকচারার হিসেবে কাজ করেন। পরে তিনি একই বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি পেয়ে ২০০৪ সালে পূর্ণাঙ্গ প্রফেসর হন। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত মুসলিম ব্রাদারহুডের সংসদীয় ব্লকের নেতা ছিলেন। পরে তিনি উক্ত গ্র "পের গাইডেন্স ব্যুরোতে কাজ করেন। ২০১১ সালের ৩০ এপ্রিল মুসলিম ব্রাদারহুড ফ্রিডম এন্ড জাস্টিস পার্টি গঠন করলে তিনি এই নতুন দলের সেক্রেটারী জেনারেল মনোনীত হন। গত ২২ জানুয়ারী তিনি স্পীকার নির্বাচিত হন- এর ফলে তাকে এফজেপি

সেক্রেটারী জেনারেলের পদ ছেড়ে দিতে হয়। মিসরের সাংবিধানিক আদালত সম্প্রতি পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়ার নির্দেশ দিলেও নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্ট পুনর্জীবিত করার চেষ্টা করছেন। সাক্ষাতকারের বিস্তারিত বিবরণ:

প্রশ্ন: আপনার দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে আপনারা ইসলামপন্থীরা মিসরের বিপ্লবকে ছিনতাই করেছেন। এ ব্যাপারে কি বলবেন?
উত্তর: না না, এ অভিযোগ সত্যি নয়। আমরা বিপ্লব বা বিপ্লবের ফল ছিনতাই করিনি। সত্যিকথা হচ্ছে মুসলিম ব্রাদারহুড বছরের পর বছর ধরে দীর্ঘকাল ধরে সকল মিসরীয়ের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে। তাদের প্রয়োজনের সময় সেবা দিয়েছে। যার ফলশ্র "তিতে ব্রাদারহুড পার্লামেন্টের উচ্চ ও নিু কক্ষ- উভয় কক্ষেই ব্যাপক বিজয় অর্জন করেছে।

প্রশ্ন: গোষ্ঠী বা উপজাতীয় সংঘাত বা ঘটনার জন্য আপনার দলকে দায়ী করা হয়।
উত্তর: মুসলিম ব্রাদারহুড তথাকথিত এই গোষ্ঠী বা জাতিগত সংঘাত বা ঘটনার জন্য কোনক্রমেই দায়ী নয়। কেননা আমরা মডারেট ইসলামে বিশ্বাস করি, যা শিক্ষা দেয় উপজাতি বা যে কোন গ্র "পের বা ধর্মের লোকদের অধিকার অন্য সকলের মতোই সমান। এটা আমাদের কোন রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর নয়- এটা আমাদের বিশ্বাস, আর আমাদেরও বিশ্বাস ইসলাম। ২০০৫ সালের নির্বাচনে আমরা মুসলিম ও উপজাতি বা সংখ্যালঘুদের ভোটেই জিতেছি। আমরা দক্ষতা দেখে লোক বাছাই করি- ধর্ম দেখে নয়- কেননা মিসরের এখন প্রয়োজন পেশাদার ও দক্ষ লোক। নারী বা পুরুষ যাই হোকনা কেন, তার ধর্ম বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন।

প্রশ্ন: মিসরের সামনে বর্তমান চ্যালেঞ্জ কি? কোন সংকটের মুখোমুখি দেশটি?
উত্তর: নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা অর্জনই এখন মিসরের বড় চ্যালেঞ্জ। এছাড়া অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করা, দুর্নীতিগ্রস্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ক্লেদমুক্ত করা এখনকার চ্যালেঞ্জ। আমি এ প্রসঙ্গে সকল আরব দেশ বিশেষ করে উপসাগরীয় দেশগুলোর কাজে সহযোগিতা চাইবো যাতে তারা মিসরে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়।

প্রশ্ন: এ ব্যাপারে বিনিয়োগ আইনে কি কোন পরিবর্তন আনার কথা ভাবছেন?

উত্তর: বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক থাকলে সেগুলো যা বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইন সংস্কারের বিষয়ে সংশোধনী আনার কথা আমরা ভাবছি। যার ফলে আরব ও যে কোন বিদেশী বিনিয়োগকারীর অধিকার নিশ্চিত হয়। মিসরে বর্তমানে ব্যাপক বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দরকার, যা কাংখিত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা হয় ও স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়ক হবে।

প্রশ্ন: দেশে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কিভাবে দেখছেন?

উত্তর: দেশের দ্রুত ব্যাপক উন্নয়ন এবং বিপ্লব পরবর্তী কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ও রাজনৈতিক দৃশ্যপটের সাথে মিসরে বর্তমানে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। আমরা মিসরে রাজনৈতিক জীবনযাত্রাকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করতে চাই যাতে করে বিভিন্ন মত ও পথের বহু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। এর ফলে সবাই সাফল্য অর্জনের জন্য দলের কর্মসূচী নিয়ে ময়দানে নেমে পড়বে- একটি সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করে। আমরা সংসদীয় কার্যক্রমকে বিশ্বব্যাপী পার্লামেন্টগুলোর কাছে একটি আদর্শ হিসেবে তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি।

প্রশ্ন: মিসরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বা দৃষ্টিভঙ্গি কি, বিশেষকরে আরব দেশগুলোতে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পর?

উত্তর: এ অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য এটিই সঠিক সময়। প্রত্যেককেই এ সময় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। যাতে করে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দৃশ্যপটে যেন যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করা যায়। আন্ত: আরব সম্পর্ককে জোরদার করার জন্য আরব দেশগুলোর মধ্যকার সম্মেলনকে আমি খুবই গুরুত্বের সাথে দেখতে চাই। আমরা এর মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যকে বার্তা দিতে পারি যে, সাম্প্রতিক পরিবর্তনের ফলে আরব দেশগুলোর সঙ্গে নতুন মেকানিজমের ভিত্তিতে সম্পর্ক পুনর্নির্ধারণের কথা তাদের ভাবতে হবে- যা অবশ্যম্ভাবী। আমি মনে করি আরব দেশগুলোর জন্য তাদের নিজ নিজ দেশের নতুন পার্লামেন্টগুলোর কাছ থেকে আরো কিছু চায়। এসব পার্লামেন্ট যদি তাদের অবস্থা ও প্রয়োজন পূরণে জোরদার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তবে জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করবে এবং পুনরায় পরিবর্তন আনবে।

অনুবাদ : ফারজানা সুলতানা জবা

জুমার খুতবা – মসজিদে নববীতে জুমার খুতবা

বিষয় : আল্লাহর আযাব তাঁরই বিধান ব্যবস্থা

খতীব: শায়খ আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আলকাসিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যার প্রশংসা করছি, যার নিকট আমরা সাহায্য চাচ্ছি। আর আল্লাহর নিকট নিজেদের অনিষ্টতা ও মন্দ আমল থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ স. তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। তাঁর, তার পরিবার ও তাঁর সাহাবীদের ওপর অসংখ্য অগনীত আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! চুড়ান্তভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো। কেননা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমেই নিয়ামতসমূহ অর্জিত হয়ে থাকে এবং তাকওয়া থেকে দূরে সরে পরার কারণে তার আযাব পতিত হয়ে থাকে।

হে মুসলিম সম্প্রদায়,
মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং ভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথের দিকে আগমনের রাস্তা বাতলে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এ সঠিক পথ অবলম্বন করবে সে সফলতা অর্জন করবে। আর যে সেই পথ থেকে বিচ্যুত হবে সে কঠিন আযাবে নিপতিত হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, “আমার বান্দাদেরকে বলে দাও, আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু এবং আমার শাস্তি- সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি” [সূরা (১৫) হিজর, আয়াত : ৪৯, ৫০]। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত শক্তিশালী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর আযাব আসলে কেউই তা প্রতিহত করতে পরে না। আর এ কারণেই তিনি বান্দাদেরকে তাঁর নিজের পাশাপাশি তাঁর ক্রোধ ও আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। পবিত্র কুরআনে তিনি এ মর্মে বলেন, “আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্বন্ধে সাবধান করছেন” [সূরা (৩) আলে-ইমরান, আয়াত : ২৮]

সম্মানিত উপস্থিতি,

আল্লাহর আযাব ও শাস্তি তার নীতিমালাসমূহের একটি নীতি যা অপরিবর্তনীয় ও অবিকৃত। মহান আল্লাহ সেদিকে ইঙ্গিত করেই পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, " তোমারদের পূর্বে বহু বিধান ব্যবস্থা গত হয়েছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমন করো এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম" [সূরা (৩) আলে-ইমরান, আয়াত : ১৩৭]। পূর্ববর্তী নূহ, আদ ও ছামূদ জাতিকে চুড়ান্তভাবে শাস্তি ও আযাব দেয়া হয়েছিল। তাদেরকে মূল থেকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। যার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন, "অতঃপর জালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হলো এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; যিনি জগতসমূহের রব" [সূরা (৬) আনআম, আয়াত : ৪৫]।

অতঃপর মহান আল্লাহ যখন মূসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করলেন তখন আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহের ভিত্তিতে পরবর্তী প্রজন্মকে একেবারে মূলোচ্ছেদ করে ধ্বংস করার প্রক্রিয়াটি বর্জন করলেন। যার সুসংবাদ দিয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন, "আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম [সূরা (২৮) কাসাস, আয়াত : ৪৩]। শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন, "তাওরাত অবতীর্ণের পূর্বে যারা নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আল্লাহ তাআলা তাদেরকে একেবারে মূলোচ্ছেদ করে দ্রুত শাস্তি দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি মিথ্যা প্রতিপন্নকারী সকলকে ধ্বংস করেছিলেন।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ স. তার রবের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তার উম্মাতকে স্বমূলে ধ্বংস না করেন। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "আমি আমার রবের নিকট প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন আমার উম্মাতকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করেন। তিনি আমার দুআ কবুল করলেন। তারপর আমি তাঁর নিকট প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন আমার উম্মাতকে (পানিতে) ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন। তিনি আমার কথা রাখলেন। অতঃপর আমি তাঁর নিকট প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন আমাদের উম্মাতের মাঝে পারস্পরিক কোন্দলের সুযোগ না দেন। এবার তিনি আমার কথা রাখলেন না" [সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮৯০]।

মুআযযায হাযেরীন,
প্রত্যেক জাতির শাস্তি ও আযাব তাদের অন্যায় ও পাপের কঠোরতার ভিত্তিতে কঠিনভাবে দেয়া হয়েছিল। সর্বপ্রথমে আল্লাহ যে শাস্তিটি প্রদান করেছিলেন সেটি ছিল পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করা। আল্লাহ তাআলা নূহ আ.-এর কাওমকে ধ্বংস করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে

তিনি বলেন, "তাদের অপরাধের কারনে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল" [সূরা (৭১) নূহ, আয়াত : ২৫]। অনুরূপভাবে ফিরআউন ও তার সৈন্যদেরকে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন, "সুতরাং আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি" [সূরা (৭) আ 'রাফ, আয়াত : ১৩৬]। আর সাবা ' সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রকে আল্লাহ মহা প্লাবন দ্বারা ধ্বংস করেছিলেন। তিনি বলেন, "তারা অবাধ্য হলো। ফলে আমি তাদের ওপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাংগা বন্যা (সাবাবাসীরা একটি বৃহত বাধ নির্মাণ করে পানি সেচের ব্যবস্থা করেছিল; ফলে সারা দেশে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো। এক সময়ে এ বাঁধ ভেঙ্গে ঘর-বাড়ি, তে-খামার পানিতে ভাসিয়া যায়) [সূরা (৩৪) সাবা, আয়াত : ১৬]।

'আদ গোত্রের ওপর তিনি প্রচন্ড ঝঞ্চবায়ূ প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বলেন, "আর 'আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্চাবায়ূ দ্বারা [সূরা (৬৯) হাক্কাহ, আয়াত : ৬]। রাসূলুল্লাহ স. যখন কোনো মেঘ অথবা ঝড় দেখতেন তখন ভয় পেয়ে যেতেন। আয়িশা রা. বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোকেরা মেঘ দেখলে খুশি হয় যে এর কারণে বৃষ্টি হবে। আর আমি আপনাকে দেখি যে, যখন আপনি তা দেখেন তখন আপনার চেহারায় মলিনতার ছাপ সুস্পষ্ট বুঝা যায়। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, হে আয়িশা! এর মাধ্যমে যে শাস্তি দেয়া হবে না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে পারি না। কারণ, অতীতে এক কাওমকে বায়ূ দ্বারা আযাব দেয়া হয়েছিল। ঐ কাওম সে আযাব দেখে বলেছিল, "এটাতো মেঘ আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। হুদ বলল, এটাইতো তা, যা তোমরা ত্বরানি¦ত করতে চেয়েছিলে, এক ঝড়, এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি" [সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৮২৯]।

যখন লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় কুফরী করলো এবং ধ্বংসাত্মক অপরাধে লিপ্ত হলো তখন আল্লাহ তাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলেন এবং তাদের বাড়ি-ঘরগুলো উল্টিয়ে দিলেন। আল্লাহ বলেন, "অতঃপর যখন আমার আদেশ আসলো তখন আমি (লূতের) জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের ওপর বর্ষণ করলাম প্রস্তর কঙ্কর" [সূরা (১১) হুদ, আয়াত : ৮২]। এভাবে মহান আল্লাহ হস্তী অধি-পতিদেরকে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে, অজস্র সম্পদের মালিক কারূনকে তার প্রসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করার মাধ্যমে, বনী ইসরাইল সম্প্রদায়কে বানর করে দেয়ার মাধ্যমে ও অকৃতজ্ঞদেরকে তাদের নিয়ামত উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করেছেন যা আমরা পবিত্র কুরআন থেকে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারি।

মুসলিম ভাইয়েরা,

অচিরেই এ জাতির ওপরও এরূপ আযাব আসবে। যার পূর্বাভাস রাসূলুল্লাহ স. দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে কিছু সম্প্রদায় হবে যারা যিনা, রেশমী কাপড়, মদ ও গান-বাজনাকে হালাল করে নিবে। আর কিছু সম্প্রদায় পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস করবে, তাদের নিকট দরিদ্র ব্যক্তিরা সাহায্যের জন্য আসলে তারা তাদেরকে বলবে, তোমরা আগামী কাল এসো। কিন্তু রাতেই আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন এবং তাদের ওপর পাহাড়কে ধসিয়ে দিবেন। আর বাকীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে রেখে দেয়া হবে [সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৫৯০]।

ইসলামের সূচনাতে যখন কুরাইশরা দীন থেকে পিছু হটলো এবং তাকে কষ্ট দিল তখন তিনি দুর্ভিক্ষের জন্য বদ দোয়া করেছিলেন। ফলে তাদেরকে এমন দুর্ভিক্ষে আক্রমন করলো যে সবকিছু বিনাশ হয়ে যায় এবং তারা চামড়া, মৃত বস্তু ও ময়লা-আবর্জনা খেতে বাধ্য হয় [সহীহ বুখারী, হাদীস : ১০০৭]। একদা রাসূলুল্লাহ স. কোনো এক অসুস্থ বেদুইনকে দেখতে গেলে তার সুস্থতার জন্য দুআ করলে লোকটি রাসূলের দুআকে নিয়ে ব্যঙ্গ করলে তার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তার মৃত্যু কার্যকরী করেন [সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৬১৬]।

অনুরূপ সাহাবীদেরকে নিয়ে যারা ঠাট্টা করে তাদের কাছ থেকে আল্লাহ প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। কাযী আবুত তাইয়িব রহ. বলেন, আমরা একদিন মানসূর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো এক বিতর্ক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। এক যুবক বলে উঠলো, 'আবু হুরায়রা এমন ব্যক্তি যার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। সে এ কথাটি শেষ করতে না করতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদ থেকে বিরাট এক সাপ তার ওপরে পতিত হলো। লোকেরা এ অবস্থা দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। যুবকটি ভাগতে লাগলো এবং সাঁপটি তার পেছনে পেছনে তাকে তাড়া করতে লাগলো। তখন যুবকটিকে বলা হলো, তুমি তাড়াতাড়ি তাওবা করো। যবকটি বলল, আমি তাওবা করালাম। এ কথা বলার পর সাঁপটি অদৃশ্য হয়ে গেল, তার আর কোনো চিহ্নও দেখা গেল না [সিয়ারে আ 'লামিন নুবালা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬১৯]।

এভাবে আরও অগণিত ঘটনা রয়েছে যেগুলো প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ অনেককেই তার অপরাধের কারণে শাস্তি প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ধ্বংস ও শাস্তির

অসংখ্য ঘটনা আলোচনা করেছেন যাতে তা থেকে বান্দাগণ উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে। যে সম্প্রদায় বা যার ওপরই আযাব ও শাস্তি এসেছে তার জন্য তারাই দায়ী। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি মা করে দেন" [সূরা (৪২) শূরা, আয়াত : ৩০]। তবে হ্যাঁ, কখনো কখনো তিনি আযাব দিতে দেরী করে থাকেন। কারণ, তার নীতি হলো, অবাধ্যকে সুযোগ দেয়া। তিনি বলেন, "যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে, সে জানতে পারে না" [সূরা (৭) আরাফ, আয়াত : ১৮২]

একমাত্র তারাই এ আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে যারা মানব জাতির সংবিধান কুরআন ও রাসূলের তরীকা অনুসরণ করে চলে। কাজেই আমাদের অতি সত্বর সংশোধন হতে হবে এবং আল্লাহর কুরআন ও তাঁর রাসূলের পদাঙ্ক আকড়ে ধরতে হবে। অন্যথায় আল্লাহর শাস্তি অনিবার্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে সংশোধন হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!!
(এ খুতবাটি মসজিদে নববীর খতীব শায়খ আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আলকাসিম ১৩/০৪/২০১২ তারিখে মসজিদে নববীতে প্রদান করেন। এ খুতবায় তিনি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ওপর পতিত আযাবসমূহের বিবরণ প্রদান করতঃ এ কথা ফুটিয়ে তুলেছেন যে, এ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে একমাত্র তারাই যারা আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন ও রাসূলের পদাংক অনুসরণ করবে।)

অনুবাদ : শায়খ আবু ইউসুফ
খতীব নূরানী জামে মসজিদ, মিরপুর, ঢাকা।

নবী জীবনের কথা

সিরাতে ইবনে হিশাম - মূল: ইবনে হিশাম

অনুবাদ: আকরাম ফারুক

২২

এই পর্যন্ত বলে উতবা থামলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনোযোগ সহকারে উতবার কথা শুনছিলেন। তার কথা শেষ হলে তিনি বললেন, "হে আবুল ওয়ালীদ, আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?"- "হ্যাঁ" । তিনি বললেন, "তাহলে আমার কিছু কথা শুনুন। " উতবা বললো, "বলো। " রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা হামীম আস সাজদা তিলাওয়াত করা শুরু করলেন। "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। হা-মীম! এটা পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত কিতাব কুরআন। এর আয়াতগুলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, জ্ঞানী লোকদের জন্য। সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী হিসেবে তা এসেছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে; তারা শুনতে চায় না। তারা বলে, তুমি যে বিষয়ের দিকে আমাদের আহ্বান করছো, আমাদের মন তা থেকে পর্দার আড়ালে রয়েছে। " উতবা স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলো। সে পিছনের দিকে হাত ভর দিয়ে বসে খুবই মনোযোগের সাথে তা শুনছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করতে করতে ঐ সূরার সিজদার আয়াতে গিয়ে থামলেন এবং সিজদা করলেন। এরপর বললেন, "যা শুনবার তা তো শুনলেন। এখন যা করণীয় মনে করেন করুন। "

অতঃপর উতবা উঠে তার সঙ্গীসাথীদের কাছে ফিরে গেলো। সঙ্গীরা তাকে দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, "উতবা এক চমৎকার চেহারা নিয়ে গিয়েছিল, এখন ভিন্ন রকম চেহারা নিয়ে ফিরে আসছে। " দলবলের মধ্যে গিয়ে বসতেই সবাই তাকে জিজ্ঞেস করলো, "হে আবুল ওয়ালীদ, আপনার কথা কী?"

উতবা বললো, "আমি এমন বাণী শুনেছি যা আর কখনো শুনিনি। হে কুরাইশগণ, সত্যিই তা কবিতাও নয়, যাদুও নয়, কোন জ্যোতিষীর কথাও নয়। তোমরা আমার কথা শোনো এবং এই ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। এই লোকটা যা করতে চায় করতে দাও। তার সাথে কোন সংশ্রব রেখো না। আমি নিশ্চিত যে, মুহাম্মাদ যে কথা প্রচারে নিয়োজিত, তা ভবিষ্যতে

বিরাট আলোড়ন তুলবে। আরবরা যদি তার বিপর্যয় ঘটায় তাহলে তোমরা অন্যের সাহায্যে তার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলে। আর যদি সে আরবদের ওপর জয়যুক্ত হয় তাহলে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব হবে, তার মর্যাদা তোমাদেরই মর্যাদার কারণ হবে। তার কারণে তোমরা হবে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান জনগোষ্ঠী। " এ কথায় সবাই একবাক্যে বলে উঠলো, "মুহাম্মদ এবার তোমাকে যাদু করেছে। " উতবা বললো, "এটা আমার অভিমত। এখন তোমরা যা ভাল বুঝ কর। "

কুরাইশ নেতাদের সাথে রাসূলুল্লাহর (স) কথোপকথন

মক্কার কুরাইশ গোত্রসমূহের নারী ও পুরুষদের মধ্যে ইসলাম ক্রমান¦য়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। আর কুরাইশরা মুসলমানদের যাকে পারতো আটক করে রাখতো এবং যাকে পারতো তার ওপর কঠিন অত্যাচার চালাতো।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একদিন সূর্যাস্তের পর প্রত্যেক গোত্র থেকে কুরাইশ সরদারগণ কা'বা শরীফের নিকট জমায়েত হলো। যারা জমায়েত হলো তারা হচ্ছে উতবা ইবনে রাবীয়া, শাইবা ইবনে রাবীয়া, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, নাদার ইবনে হারেস, আবুল বুখতারী ইবনে হিশাম, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, যামআ ইবনে আসওয়াদ, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আবু জাহল ইবনে হিশাম, আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া, আস ইবনে ওয়ায়েল, নুবাইহ ইবনে হাজ্জাজ, মুনাববিহ ইবনে হাজ্জাজ এবং উমাইয়া ইবনে খালাফ। তারা পরস্পরকে বলতে লাগলো, "মুহাম্মদকে ডেকে পাঠাও, তার সাথে কথা বল, প্রয়োজনে ঝগড়াও কর। তাহলে জনতার কাছে তোমরা দোষ এড়িয়ে যেতে পারবে। " যথার্থই তাঁর কাছে দূত পাঠানো হলো। দূত গিয়ে বললো, একটু চলো। "

একথা শোনা মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রস্তপদে তাদের কাছে ছুটে এলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, তিনি তাদের কাছে যে দাওয়াত দিয়েছেন সে সম্পর্কেই বোধ হয় তারা নতুন কিছু চিন্তাভাবনা করেছে। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্তরিকভাবে কামনা করতেন যে, তারা সঠিক পথে ফিরে আসুক। তাদের গোয়ার্তুমী ও অত্যাচারে তিনি ভীষণ দুঃখিত ছিলেন। তিনি গিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের পাশে বসলেন। তারা বললো, "হে মুহাম্মাদ, তোমার সাথে কিছু কথা বলার জন্য আমরা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। খোদার কসম, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ, তেমন আর

কোন আরব কখনো করেছে বলে আমাদের জানা নেই। তুমি পূর্বপুরুষদের ভর্ৎসনা করেছ, প্রচলিত ধর্মের নিন্দা করেছ, দেব-দেবীকে গালিগালাজ করেছ, বুদ্ধিমান লোকদের বোকা ঠাউরিয়েছ এবং জাতির ঐক্যে ভাঙ্গন ধরিয়েছ। মোটকথা, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন খারাপ জিনিসই আনতে তুমি বাকী রাখনি। এখন কথা হলো এসব কথা বলে তুমি যদি সম্পদ অর্জন করতে মনস্থ করে থাক, তাহলে আমরা তোমাকে টাকা কড়ি সংগ্রহ করে দিই, যাতে তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তশালী হতে পার। আর যদি এর দ্বারা তুমি পদমর্যাদার প্রত্যাশী হয়ে থাক, তাহলে আমরা তোমাকে সরদার বানিয়ে দিই। আর যদি তুমি রাজা বাদশাহ হতে চাও তাহলে এস তোমাকে সরদার বানিয়ে দিই। আর তোমার কাছে যে দূত আসে সে যদি কোন জ্বিন-ভূত হয়ে থাকে এবং তোমার ওপর পরাক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে আমরা যত টাকা লাগুক, তোমার চিকিৎসা করাতে প্রস্তুত যাতে তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ অথবা তোমার সম্পর্কে জনতার কাছে আমাদের কোন জবাবদিহি করতে না হয়। ”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলেন, “তোমরা যা যা বলছ তার কোনটাই আমি চাই না। আমি যে দাওয়াত তোমাদের কাছে পেশ করেছি তার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমি তোমাদের সম্পদ চাই। আমাকে আল্লাহ তোমাদের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার প্রতি এক কিতাব নাযিল করেছেন এবং তোমাদের জন্য সাবধানকারী ও সুসংবাদ দানকারী হতে আমাকে আদেশ করেছেন। তাঁর আদেশ অনুসারে আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণের জন্য সদুপদেশ দিয়েছি। এখন তোমরা যদি আমার এই দাওয়াত গ্রহণ করে নাও, তাহলে সেটা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য বয়ে আনবে। আর যদি তা প্রত্যাখ্যান কর তাহলে তোমাদের ও আমার ব্যাপারে আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধারণ করবো। ”

তারা বললো, “হে মুহাম্মাদ, আমরা যে কয়টা প্রস্তাব তোমার কাছে পেশ করলাম তার কোনটাই যদি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে আর একটা কথা শোনো। তুমি তো জান, দুনিয়ায় আমাদের মত সংকীর্ণ আবাসভূমি আর কারো নেই, পানির অভাব ও অন্যান্য উপকরণের দৈন্যের কারণে আমরা যেরূপ দুঃসহ জীবন যাপন করি, পৃথিবীতে আর কোন জাতি এমন জীবন যাপন করে না। সুতরাং তোমার যে প্রভু তোমাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, তার কাছে প্রার্থনা কর যেন তিনি এই পাহাড় পর্বতগুলোকে এখান থেকে দূরে সরিয়ে নেন যাতে আমাদের আবাসভূমি আরো প্রশস্ত হয় এবং তিনি যেন ইরাক ও সিরিয়ার নদ-নদীর ন্যায়

আমাদের এ দেশেও নদ-নদী প্রবাহিত করে দেন। তার কাছে আরো প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের পূর্বপুরুষদের পুনর্জীবিত করেন এবং পুনর্জীবিত পূর্বপুরুষদের মধ্যেই কুসাই ইবনে কিলাবও যেন অন্তর্ভুক্ত থাকেন যিনি অন্যতম সত্যবাদী ন্যায়নিষ্ঠ নেতা ছিলেন। তাদেরকে আমরা তোমার কথা সত্য না মিথ্যা জিজ্ঞেস করবো। আর যদি বলেন তুমি সত্যবাদী এবং আমাদের দাবী অনুসারে তুমি যদি কাজ কর তাহলে আমরা তোমার বিশ্বাস স্থাপন করবো, তোমার খোদাপ্রদত্ত মর্যাদা আমরা স্বীকার করবো এবং তোমাকে যথার্থই আল্লাহর রাসূল বলে মেনে নেব। ” (চলবে.....)

শির্ক থেকে সাবধান

মাওলানা আবু তারেক

আমরা যারা ঈমান এনেছি, আমাদের অনেকের ধারণা হলো, আমরাতো মু'মিন, আমরা শিরক থেকে মুক্ত, আমাদের দ্বারা কোনো প্রকার শিরক সংঘটিত হওয়ার ভয় নেই। কিন্তু আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী অধিকাংশ ঈমানদারই শিরক-এ লিপ্ত। তিনি বলেন, "মানুষের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং সেই অবস্থায় তারা শিরক-এ লিপ্ত থাকে" [সূরা ২ বাকারা, আয়াত : ২২]। কিভাবে মু'মিনগণ শিরকের সাথে জড়িত সেই বিষয়টিই আমরা আজ পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপনের প্রয়াস চালাবো।

শির্ক কি :

শির্ক হলো 'ঈমান কিংবা ইবাদাতে অংশীদারকরণ', 'বহু-ইশ্বরবাদ', 'সহযোগী বানানো' ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনের ভাষায় শির্ক হলো কাউকে 'আল্লাহর সমতুল্য' করা। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না" । রাসূলুল্লাহ স.কে সবচেয়ে কঠিন পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সবচেয়ে কঠিন পাপ এই যে, তুমি আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর কোনো বিষয়ে আল্লাহর সমক মনে করা বা আল্লাহর প্রাপ্য কোনো ইবাদাত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য পালন করা বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা'-কে শির্ক বলা হয়।

কুফর ও শির্ক-এর সম্পর্ক :

কুফর ও শিরক পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কুফরের অন্যতম প্রকাশ শির্ক। কাফিরগণ আল্লাহর অস্তিত্ব, গুণাবলী,ক্ষমতা ইত্যাদি অস্বীকারের মাধ্যমে কুফরী করেনি বরং তারা কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করার মাধ্যমে কুফরী করেছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এ মর্মে বলেন, "যদি তুমি তাদেরকে (কাফিরদেরকে) জিজ্ঞেস করো, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? অবশ্যই অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহ। কিন্তু এতদসত্বেও তারা অন্যকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো এবং বলতো যে, এরাই আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য করবে। পবিত্র কুরআনে তাদের সেই উক্তির উদৃতি দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

“যারা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরাতো এদের ইবাদাত এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে। ”

শিরকের প্রকারভেদ : শিরক দুই প্রকার :

এক. শিরক আকবর বা বড় শিরক :

শিরক আকবর (বড় শিরক) হলো গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া যে কোন ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর উদ্দেশ্যে কোন ইবাদত আদায় করা, গায়রুল্লাহর উদ্দেশে কুরবানী করা, মান্নাত করা। কোনো মৃত ব্যক্তি বা জ্বিন বা শয়তান কারো ক্ষতি করতে পারে কিংবা কাউকে অসুস্থ করতে পারে- এ ধরনের ভয় পাওয়া। প্রয়োজন ও চাহিদা পূর্ণ করা এবং বিপদ দূর করার ন্যায় যে সব বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ক্ষমতা রাখেনা- সে সব বিষয় আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে আশা করা।

শিরক আকবরের বিধান :

শিরক আকবার বান্দাকে মুসলিম মিল্লাতের গন্ডী থেকে বের করে দেয়। এ ধরনের শিরক-এ লিপ্ত ব্যক্তি যদি তওবা না করে শিরকের উপরই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে চিরস্থায়ী ভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। আজকাল আওলিয়া ও বুযুর্গানে দ্বীনের কবরসমূহকে কেন্দ্র করে এ ধরনের শিরকের প্রচুর চর্চা হচ্ছে। এদিকে ইশারা করে আল্লাহ বলেন, “তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর ইবাদত করে, যা না তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে, না করতে পারে, কোন উপকার। আর তারা বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী” ।

দুই. শির্ক আসগার বা ছোট শিরক :

যে বিশ্বাস, কথা বা কর্ম শিরকের মত হলেও প্রকৃত শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে না তাকে শিরক আসগার বলা হয়। যেমন, আল্লাহর ইবাদাত করার ক্ষেত্রে মানুষের থেকে প্রশংসা আশা করা অর্থাৎ লোক দেখানো ইবাদাত করা। অনুরূপ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নামে কসম করা।

শির্ক আসগারের বিধান :

শির্ক আসগার বান্দাকে মুসলিম মিল্লাতের গন্ডি থেকে বের করে দেয়না, তবে তার একত্ববাদের আক্বীদায় ত্র “টি ও কমতির সৃষ্টি করে। এটি শিরকে আকবারে লিপ্ত হওয়ার অসীলা ও কারণ। এ ধরনের শিরক দু ‘প্রকার। ক) স্পষ্ট শিরক তথা কথা ও কাজের েত্র

শিরক। যেমন আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নামে শপথ করা এবং বিপদাপদ দূর করার জন্য কড়ি কিংবা দাগা বাঁধা, বদনজর থেকে বাঁচার জন্য তাবীজ ইত্যাদি লটকানো। খ) গোপন শিরক তথা ইচ্ছা, সংকল্প ও নিয়্যাতের মধ্যে শিরক। যেমন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ও প্রসিদ্ধি অর্জনের জন্য কোন আমল করা।

শিরকের ভয়াবহতা ও অপকারিতা :

দুনিয়ায় যত ধরনের পাপ রয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হলো শিরক করা। নিুলিখিত কারণে শিরক সবচেয়ে পড় পাপ হিসেবে বিবেচিত।

(ক) শিরক যুলমসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় যুলম। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শরীক করা সবচেয়ে বড় যুলম" ।

(খ) শিরকের অপরাধ তওবা ছাড়া ক্ষমা করা হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার পাপ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন" ।

(গ) মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম" ।

(ঘ) শিরক সকল আমলকে নষ্ট ও নিষ্ফল করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, "যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেত" ।

(ঙ) কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে শিরক সবচেয়ে বড় গোনাহ। রাসূলুলাহ স. বলেন: "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহের সংবাদ দিব না? আমরা বললাম- জ্বী, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতা - মাতার অবাধ্য হওয়া। '

আমরা কিভাবে শিরক করি

আল্লাহর ক্ষমতায় শিরক

আল্লাহ মতাগুলোতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করাই হলো আল্লাহর ক্ষমতায় শিরক। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানেন, সন্তান প্রদানের ক্ষমতা রাখেন, উপকার বা

ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন, বিপদমুক্ত করার মতা রাখেন, রোগমুক্ত করার ক্ষমতা রাখেন ইত্যাদি বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা শিরক করে থাকি।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে শিরক

মহান আল্লাহর যে সকল নাম ও গুণাবলী রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টিকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা তাঁর নাম ও গুণাবলীতে শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, আল্লাহ সবকিছু দেখেন ও সবকিছু শুনেন। এখন কেউ যদি বলে, কোনো বুজর্গ বা পীর সবকিছু দেখেন ও কে কি বলে সবকিছু জানেন ও শুনেন তাহলে আল্লাহর নাম ও গুণে শিরক করা হবে।

ইবাদাতে শিরক

ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করা অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করাকে 'ইবাদাতে শিরক' বলা হয়। যেমন, সাজদাহ একটি ইবাদাত, এর প্রকৃত হকদার কেবল আল্লাহ। আল্লাহ ভিন্ন কাউকে সাজদাহ করা মানে 'ইবাদাতে শিরক' করা।

ওসীলা-উপকরণ বিষয়ক শিরক

জাগতিকভাবে যা কারণ ও ওসীলা নয় এবং কুরআন বা হাদীসে যাকে কোনো কিছুর কারণ বা ওসীলা হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি তাকে কোনো কিছুর কারণ বা ওসীলা বলে বিশ্বাস করা হলে বিশ্বাসের অবস্থা অনুসারে তা বড় শিরক বা ছোট শিরক হতে পারে। যেমন কেউ মনে করলো, অমুক রাশির প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে বা সুনামি হয়েছে অথবা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের ফলে অমুক বিষয়টি ঘটেছে তাহলে সেটি হয়ে যাবে আল্লাহর সাথে শিরক।

আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞাপক বাক্য বিষয়ক শিরক

জাগতিক বা বিশ্বাসগত কোনো প্রকৃত 'কারণ'কে মহান আল্লাহর পাশাপাশি এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে উভয় 'কারণ' সমান গুরুত্বের বলে মনে হয়। যেমন বৃষ্টিপাতের ফলে ফসল ভাল হওয়া একটি জাগতিক কারণ। কেউ বলতে পারেন, বৃষ্টিপাত ভাল হওয়ায় ফসল ভাল হয়েছে। তবে মু 'মিন বিশ্বাস করেন যে, ভাল বৃষ্টিপাত আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণেই হয়েছে। এক্ষেত্রে কেউ যদি বলেন, 'আল্লাহর ইচ্ছা ও ভাল বৃষ্টিপাতের ফলে এরূপ হয়েছে', তবে তা শিরক আসগর বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নামে কসম করা

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা শিরক। যেমন মাথার কসম খাওয়া, মায়ের কসম খাওয়া, বাপের কসম খাওয়া ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কারো নামে শপথ করল, সে কুফরী করল বা শিরক করল" ।

অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গলে বিশ্বাস করা

কোনো বস্তু, ব্যক্তি, দ্রব্য, সময়, দিবস, মাস ইত্যাদির মধ্যে শুভ বা অশুভ প্রভাবের মতা বা প্রভাব কাটানোর মতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করা এক প্রকার শিরক। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা শিরক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা শিরক, এভাবে তিনি তিনবার বললেন" ।

ভবিষ্যদ্বক্তা বা ভাগ্যবক্তার কথায় বিশ্বাস করা

জ্যোতিষী, গণক, রাশিবিদ, হস্তরেখাবিদ ও ফকীর ব্যক্তিদের ভবিষ্যতের জ্ঞান বা গাইবী জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা শির্ক। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "যে কোনো গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে তার কথা বিশ্বাস করে তবে সে মুহাম্মদের ওপর অবতীর্ণ দীনের প্রতি কুফরী করল। "

কড়ি, তাগা, রশি, তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করা

রাসূলুল্লাহ স. নিজে বা তাঁর কোনো সাহাবী কখনো কাউকে তাবিজ লিখে ব্যবহার করতে দিয়েছেন বা নিজেরা ব্যবহার করেছেন এ ধরনের কোনো সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। বরং তারা এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতেন। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "যে তাবিজ জাতীয় কিছু ঝুলায় তাকে উক্ত তাবিজের ওপরেই ছেড়ে দেয়া হয়" ।

তাবিজের পাশাপাশি তাবিজ জাতীয় সব ধরনের বস্তুই ঝুলানো নিষেধ। যেমন: রশি, তাগা, সূতা ইত্যাদি। তাবিঈ উরওয়া ইবনুয যুবাইর বলেন, হুযাইফা রা. এক অসুস্থ লোককে দেখতে গেলে লোকটির বাজুতে একটি রশি দেখে তা কেটে দেন বা টেনে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন, অধিকাংশ লোকই আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং তারা শিরকে লিপ্ত থাকে।
কাউকে শাহানশাহ বলা

জাগতিক ও আপেক্ষিক অর্থে মানুষদেরকে রাজা বলার অনুমতি থাকলেও তাদেরকে ‘মালিকুল আমলাক' অর্থাৎ রাজাগণের রাজা বা শাহানশাহ বলার ব্যাপারে হাদীসে কঠিনভাবে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, “মহান আল্লাহর নিকট ঘৃণ্যতম নাম হলো, কোনো মানুষ নিজেকে ‘মালিকুল আমলাক' তথা রাজাগণের রাজা নামে আখ্যায়িত করা। সুফয়ান রা. বলেন, অপর একজন এর অর্থ ‘শাহানশাহ' করছেন।

শিরক থেকে বাঁচার জন্য দোয়া

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, একজন লোক ঈমান আনার পরও তার দ্বারা শিরক সংঘটিত হতে পারে। তাই শিরক থেকে মুক্ত থাকার জন্য দোয়া করতে হবে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, “হে লোকেরা, শিরক থেকে আত্মরক্ষা কর; কারণ শিরক পিপিলিকার পদক্ষেপের চেয়েও সুক্ষ্মতর। তখন কেউ একজন বলে উঠলেন, তা যদি পিপিলিকার পদক্ষেপের চেয়েও সুক্ষ্মতর হয় তবে কিভাবে তা থেকে আত্মরক্ষা করব? তিনি বলেন, তোমরা বলবে, আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযুবিকা মিন আননুশরিকা বিকা শাইআন না ‘লামুহু ওয়ানাসতাগফিরুকা লিমা লা না ‘লামুহু” অর্থাত্ হে আল্লাহ! আমরা জেনেশুনে তোমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এবং যা জানি না তা থেকেও তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি” ।

আল্লাহ আমাদের সকলকে শিরক থেকে মুক্ত থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

নিবন্ধন

রাসূলের (সা:) জীবনীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃটিশ অভিনেত্রীর ইসলাম গ্রহণ

মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

মরিয়ম ফ্রাংকোইস-সেরাহ একজন নামকরা বৃটিশ অভিনেত্রী। ১৯৯০ এর দশকে শিশুকালে তিনি সফল চলচ্চিত্র 'সেন্স এন্ড সেন্সিবিলিটি' ছবিতে অভিনয় করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বর্তমানে তিনি বৃটেনে ইসলাম দীক্ষিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহিলাদের মধ্যে অন্যতম হয়ে আরো বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করছেন। সম্প্রতি তিনি 'মুহাম্মদ (সা) এর দ্বারা উৎসাহিত (ইন্সপায়ার্ড বাই মুহাম্মদ)" শিরোণামে যুক্তরাজ্যে তৈরি ইসলামের ওপর এক সিরিজ ভিডিওতে অবদান রেখেছেন। আসুন, এবার আমরা তার বর্ণনায় তার ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কাহিনী শুনি।

আমি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ø াতক ডিগ্রী লাভ করার পর ইসলাম গ্রহণ করি। এর আগে আমি একজন সন্দেহপ্রবণ ক্যাথলিক খৃষ্টান ছিলাম। আমি ইশ্বরে বিশ্বাসী ছিলাম, কিন্তু সুসংগঠিত ধর্মের ব্যাপারে আমার অবিশ্বাস ছিল।

এক সময় কুরআন আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমি প্রথমে ক্রোধের সাথে এটার দিকে অগ্রসর হই। আমি আমার এক মুসলিম বন্ধুকে ভুল প্রমাণ করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এটা করি। পরে আমি অধিকতর খোলা মন নিয়ে কুরআন পড়তে শুরু করি।

সূরা আল ফাতিহার শুরুতে গোটা মানবজাতিকে সম্বোধন মনস্তাত্বিকভাবে আমাকে আমার পথে থামিয়ে দেয়। এতে পূর্বেকার ধর্ম সম্পর্কে যেভাবে বলা হয়েছে তা আমি মেনেও নিউ, আবার ভিন্নমতও প্রকাশ করি। তবে খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে আমার যেসব সন্দেহ ছিল তা দূর হয়ে যায়। এটা আমাকে পরিণত মানুষে রূপান্তরিত করে। কেননা আমি হঠাৎ করেই উপলব্ধি করি যে, আমার নিয়তি এবং আমার কাজের একটা পরিণতি আছে যার জন্য এখন আমাকে একাকীই দায়ী করা হবে।

আপেক্ষিকতার মাধ্যমে পরিচালিত এই বিশ্বে, এটা বস্তুনিষ্ঠ নৈতিক সত্য এবং নৈতিকতার ভিত্তি তুলে ধরেছে। কেননা দর্শনে গভীরভাবে আগ্রহী এমন যে কারো কাছে কুরআনকে সকল দার্শনিক চিন্তাভাবনার শীর্ষবিন্দুর মতো অনুভূত হবে। এতে কান্ট, হিউম, সারত্রে ও

এরিস্টোটলের মিলন ঘটেছে। মানব অস্তিত্বের ব্যাপারে বহু শতাব্দী ধরে যেসব গভীর দার্শনিক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে পবিত্র কুরআনে কোন না কোন ভাবে সেগুলোর নি?ত্তি ও জবাব দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্ন 'আমরা কেন এখানে আছি?' তার জবাব দেয়া হয়েছে।

মহানবী (সা:) এর মধ্যে আমি এমন এক মানুষকে সনাক্ত করেছি যাকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যে রকম দায়িত্ব তার পূর্বসূরী মুসা, ঈসা ও ইব্রাহিমকে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে সঠিক তথ্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে মহানবীকে ঘিরে তথাকথিত প্রাচ্য বিশারদদের বহু মানহানিকর রচনা যাচাই-বাছাই করতে হয়েছিল। কেননা লোকেরা অন্যান্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে যে ঐতিহাসিক আপেক্ষিকতা প্রয়োগ করে থাকে এক্ষেত্রে তার প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। আর মহানবীর (সা:) ব্যক্তিত্বকে মর্যাদাহানি করতেই এটা করা হয়।

আমি মনে করি আমার বহু ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভেবেছিল যে আমি আরেকটি পর্যায় অতিক্রম করছি এবং অপর পাশ থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসবো। তবে এই পরিবর্তন যে অনেক বেশি প্রগাঢ় ছিল তা তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু তাদের সাধ্যমত আমাকে সমর্থন দিয়েছিল এবং আমার সিদ্ধান্ত বুঝতে পেরেছিল। আমি আমার শৈশবের কিছু বন্ধুর সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ থেকেছি এবং তাদের মাধ্যমে আমি ঐশী বাণীর সার্বজনিনতা উপলব্ধি করেছি। কেননা আল্লাহর তাৎপর্য মানুষ, মুসলিম হোক বা না হোক, যেসব ভাল কাজ করে সেগুলোর মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়।

আমি আমার ধর্মান্তরণকে কখনই আমার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া অথবা বিরোধীতা হিসেবে দেখিনি। এর বৈসাদৃশ্যে, এটা ছিল আমি সবসময় যা প্রশংসনীয় ভেবেছি সেটাকেই বৈধকরণ করা। আমি বহু মসজিদ দেখেছি যেগুলো বিশেষভাবে সাদরে অভ্যর্থনাকারী নয় এবং বহু নিয়ম-কানুন ও আচরণবিধি দেখেছি যেগুলো বিভ্রান্তিকর ও পীড়াদায়ক। আমি তড়িঘড়ি মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে একীভূত হইনি। আমি বহু জিনিস অস্বাভাবিক দেখেছি এবং বহু মনোভাব হতবুদ্ধিকর দেখেছি। অভ্যন্তরীণ বিষয়ের চেয়ে বাহ্যিক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়াটা আমাকে গভীরভাবে কষ্ট দিয়ে চলেছে।

একটি দৃঢ়বিশ্বাসী, আস্থাবান ও সুস্পষ্ট পরিচিতি প্রয়োজন যা আমাদের কালের আলোচনায় অবদান রাখতে পারে। ইসলাম বলতে বিদেশী ধর্ম বুঝায় না, আমাদের এমনটি ভাবা উচিত নয় যে, আমরা আমাদের সকল পদচিহ্ন বা গমণপথ হারিয়ে ফেলেছি। ইসলাম হচ্ছে আমাদের মধ্যে ভাল, ন্যায়, শুভ ও কল্যাণকর যা কিছু আছে সেগুলোকে বৈধকরণ এবং মন্দ সংশোধনের হাতিয়ার। ইসলাম হচ্ছে সব সময় ভারসাম্য রক্ষা করে চলা সংক্রান্ত বিষয় এবং আমি মনে করি মহানবী (সা:)-এর বাণী মৌলিকভাবে আমরা যা কিছু করি সে সব ব্যাপারে ভারসাম্য ও সমতা রক্ষা করা সংক্রান্ত বিষয়।

মহানবী (সা:)-এর বাণী হলো : আপনি সব সময় ভালো দিয়ে মন্দের মোকাবিলা করবেন এবং আপনি সব সময় ভাল দিয়ে মন্দের জবাব দিবেন এবং সব সময় মনে রাখবেন যে, আল্লাহ ন্যায় বিচারকে ভালবাসেন। সুতরাং এমনকি যখন লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে মারাত্মক অন্যায় করে, তখন সেক্ষেত্রে আল্লাহর সামনে আপনার একটি নৈতিক দায়িত্ব ও একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে যায় সেটা হলো ন্যায় বিচারকে সর্বদা সমুন্নত রাখা এবং নিজে কখনই ঐসব সীমা অতিক্রম না করা।
মহানবী (সা:) বলেছেন, 'কেউ তোমার প্রতি অন্যায় করলে তাকে ক্ষমা করে দাও। কেউ তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তার সাথে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করো। কেউ তোমাকে ক্ষতি করলে তাকে কল্যাণ করো এবং এমনকি নিজের বিরুদ্ধে গেলেও সত্য কথা বলো। '
ইসলামের সৌন্দর্য যখন প্রকাশ পায় তখন তা একান্তই তার নিজস্ব এবং আপনি যখন এটাকে সমাজ, মানবজাতি ও বিশ্বের কল্যাণের জন্য হাতিয়ার বানান তখনও এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
ইসলামী প্রেক্ষাপটের আদর্শ হচ্ছে নীতিশাস্ত্রকে জীবন্ত নীতিশাস্ত্রে পরিণত করা, ব্যবহারিক মূল্যবোধ ভাণ্ডারে পরিণত করা এবং দুঃখজনকভাবে কোথাও মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা নয়। কেননা নীতিশাস্ত্রকে মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার শামিল।

পাথেয় – ইসলামে হালাল-হারাম

মাওলানা আবদুর রহীম

রিয়া : লোক দেখানো ইবাদত

এ প্রসংগে গত সংখ্যায় কিছুটা লেখা হয়েছে এর বাকী কিছু অংশ পাঠকগণের খেদমতে তুলে ধরলাম।

"কেউ যদি এমন আমল করে যে লোকজন তার কথা বলাবলি করবে বা শুনবে তাহলে সে শিরকে নিপতিত হবে। যে এ ধরনের কাজ করবে তার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। হাদীসে "হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে ব্যক্তি শোনাবার জন্য কাজ করে আল্লাহ তায়ালা তাকে শুনিয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কাজ করবে আল্লাহ পাক তাকে দেখিয়ে দেবেন। "
(মুসলিম ৪/২২৮৯)

আবার কেউ যদি কোন কাজ করতে গিয়ে আল্লাহ ও মানুষ দু'টোই উদ্দেশ্য করে তাহলে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

"আমি শরীকদের থেকে মুক্ত। যদি কেউ কোন আমল করার সময় আমার সাথে কাউকে শরীক করে, তাহলে আমি তাকে ও তার শিরককে পরিত্যাগ করব। " (মুসলিম)

মুমিনের ইবাদাত ধ্বংস করার জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ হলো এই (রিয়া) কুরআন ও হাদীসে (রিয়া) এর বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা প্রদান করা হয়েছে।

"রাসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের মধ্যে থাকবে একজন বড় আলেম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদাতে কাটালেও রিয়ার কারণে সেদিন ধ্বংস গ্রস্ত হবে। " (সহীহ মুসলিম ৩/১৫১৩)

বিভিন্ন হাদীসে রাসূল (সাঃ) রিয়াকে 'শিরকে আসগর' অর্থাৎ ছোট শিরক বা 'শিরক খাফী' অর্থাৎ লুক্কায়িত শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, বান্দা আল্লাহ তায়ালার জন্য ইবাদত করলেও অন্য সৃষ্টি থেকেও সেজন্য কিছু পুরস্কার বা প্রশংসা আশা করে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শিরক করে। এ শিরকের কারণে মুসলিম কাফির বলে গণ্য না হলেও তার ইবাদত কবুল হবেনা।

“মাহমুদ ইবনু লবীদ বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে যে বিষয়টি বেশি ভয় পাই তা হলো শিরকে আসগর বা ছোট শিরক। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) শিরকে আসগর কি? তিনি বলেন, (রিয়া) লোক দেখানো বা প্রদর্শনেচ্ছা। কিয়ামতের দিন যখন মানুষদের তাদের কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে তখন মহান আল্লাহতায়ালা এদেরকে বলবেন, তোমরা যাদের দেখাতে তাদের নিকট যাও, দেখ তাদের কাছে তোমাদের পুরষ্কার পাও কিনা। ” (আহমদ, ৫/৪২৮)

অন্য হাদীসে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন “দাজ্জালের চেয়েও যে বিষয়টি আমি তোমাদের জন্য বেশি ভয় পাই সে বিষয়টি কি তোমাদের বলবনা? আমরা বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই বলুন। তিনি বলেন, বিষয়টি হলো গোপন শিরক। তা এই যে, একজন সালাতে দাঁড়াবে এরপর যখন দেখবে যে মানুষ তার দিকে তাকাচ্ছে, তখন সে সালাত সুন্দর করবে। (ইবনে মাজাহ)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, বান্দাহ যদি ইবাদতের ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ একমাত্র আল্লাহর জন্যই মনে করে, কেবল মানুষের কিছু প্রশংসা আশা করে তবে তা রিয়া বলে গণ্য হবে। আর যদি বান্দা কেবল মানুষের দেখানোর জন্যই ইবাদতটি করে তাতে ত শিরকে আকবর বলে গণ্য হবে। উভয়ের পার্থক্য এই যে, প্রথম পর্যায়ে বান্দা লোক না দেখলেও ইবাদতই পালন করবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ের বান্দা লোক না দেখলে ইবাদতটি পালন করবেনা।

মাসআলা-মাসায়েল

মাও: মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

জামাআতে মহিলাদের অংশগ্রহণ

গত সংখ্যায় জামাআতে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে এ সংখ্যায় বাকী অংশ।

আসা-যাওয়ায় পুরুষদের ভিড় এড়িয়ে চলা। হয় পুরুষরা বের হওয়ার পূর্বে বের হওয়া অথবা পুরুষরা চলে যাওয়ার পর বের হওয়া। বুখারী শরীফে এসেছে, উম্মু সালামা বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরোনের পর তার স্থানে কিছুক্ষণ বসে থাকতেন।" ইবন শিহাব বলেন, আল্লাহই ভাল জানেন, তবে আমার মনে হয়, মহিলারা যাতে পুরুষদের আগে বের হয়ে নির্বিঘ্নে যেতে পারে সেজন্য তিনি এমন করতেন। কাজেই নারীগণ মসজিদে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে তাকে বাধা প্রদান করা ঠিক নয়।

"নাফি ' ইবন উমার রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, উমারের স্ত্রী ফজর ও ইশায় মাসজিদের জামা 'আতে শরীক হতেন। তাকে বলা হল, তুমি কেন মসজিদে যাও, অথচ তুমি জান যে, উমার রাদি. তা অপছন্দ ও ঘৃণা করেন? তিনি বললেন, তাহলে আমাকে বাধা দিতে কোন বিষয়টি তাকে বিরত রেখেছে। সে বলল, তাকে বিরত রেখেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামএর বাণী, "তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মাসজিদসমূহে যেতে নিষেধ করো না" [সহীহ বুখারী, হাদীস : ৯০০]।

তাছাড়া নারীগণ মসজিদে গিয়ে জামা 'আতে সালাত আদায় করলে আরো কতিপয় উপকারিতা অর্জিত হয় যা তারা সেখানে না গেলে অর্জন করতে পারতো না।

১. জুমু 'আর দিনে ইমাম সাহেবের বক্তব্য ও উপদেশ শোনার সূযোগ। যা মাসজিদে যাওয়া ছাড়া সম্ভব হয় না।
২. জামাআতের সময়ের প্রতি যতœবান হওয়ার সূযোগ। ভুলে সালাত কাযা হওয়া বা ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।

৩. মাসজিদে সাপ্তাহিক যে সকল আলোচনা হয়, যেমন তাফসীরে কুরআন, দরসে হাদীস, তালীম, তারবীয়াত সেগুলো শ্রবণ করার সূযোগ।

৪. নিরিবিলি সালাত আদায়ের সূযোগ যা বাসায় পড়লে হয়তো সম্ভব হত না।

৫. অপর বোনের সুখ বা দুঃখ শেয়ার করার সুযোগ। নিজে বিপদে পড়লে অন্যের কাছ থেকে সাহায্য নেয়া এবং অন্য কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করার সূযোগ।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, নারীদের জন্য ঘরেই সালাত আদায় করা উত্তম। তবে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করার মধ্যে যদি দীনী কোনো উপকারিতা থাকে তাহলে সে উল্লিখিত শর্তাবলী পূরণ করতঃ মসজিদে গিয়েও সালাত আদায় করতে পারবে।

লেখক : সহকারী পরিচালক, কাউন্সিল ফর ইসলামিক রিসার্চ

মুসলিম বিশ্বের খবর

অধিকৃত কাশ্মিরের জনগণের প্রতি পাকিস্তান সমর্থন দিয়ে যাবে- পাক প্রধানমন্ত্রী

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রাজা পারভেজ আশরাফ বলেছেন, কাশ্মির সঙ্কটের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের জনগণের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে পাকিস্তান।

পাকিস্তানী কাশ্মিরের প্রধানমন্ত্রী আবদুল মজিদ রাজা আশরাফ পারভেজের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ কথা বলেন। পাকিস্তানের সরকারী বার্তা সংস্থা এপিপির রিপোর্টেবলা হয়,রাজা পারভেজ আশরাফ বলেন, জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাব ও অধিকৃত কাশ্মিরের জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাশ্মির সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার তাদের নৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন দিয়ে যাবে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব জলিল আব্বাস জিলানী তার ভারতীয় প্রতিপক্ষ রঞ্জন মাথাই সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে জম্মু ও কাশ্মির সমস্যা নিয়ে বৈঠক করেছেন। তারা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে একমত হন।

তুর্কি বিমান ভূপাতিত করার ঘটনায় বাশারের দুঃখ প্রকাশ

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ তুরস্কের কুমহুরিয়াত সংবাদপত্রের সাথে এক সাক্ষাৎকারে গত ২২ জুন তার দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর হাতে একটি তুর্কি জঙ্গি বিমান ভূপাতিত হওয়ার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

বিমানটি ইসরাইলি বিমানবাহিনী অতীতে তিনবার ব্যবহার করেছিল। এমন একটি করিডোর ব্যবহার করছিল উল্লেখ করলেও তিনি এ ঘটনায় 'শতভাগ' দুঃখ প্রকাশ করেন। বিমান ভূপাতিত করার এ ঘটনা সাবেক দুই মিত্রের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলেছে। সিরিয়ার প্রতিরক্ষা বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে তুর্কি এফ-৪ জেট বিমানটি ভূপাতিত করেছে তুরস্কের এমন অভিযোগ বাশার প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধরত কোনো দেশ এভাবেই আচরণ করে যাবে। এই বিমানটি খুব নিচু দিয়ে উড়ছিল, প্রতিরক্ষা বিভাগ এটিকে ইসরাইলি বিমান মনে করে ভূপাতিত করে। ইসরাইল ২০০৭ সালে সিরিয়া আক্রমণ করেছিল।

আরাফাতের মৃত্যু বিষ প্রয়োগে!

ফিলিস্তিনের মরহুম প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের ব্যবহার্য জিনিসপত্রে বিষাক্ত উপাদান পলোনিয়াম পাওয়া গেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আরাফাতের বিধবা স্ত্রী সুহা তার দেহাবশেষ

কবর থেকে তুলে পুনরায় পরীক্ষার দাবি জানিয়েছেন। অনেক চিকিৎসক ও ফিলিস্তিনি সন্দেহ পোষণ করতেন আরাফাতকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। সুইজারল্যান্ডের লাওসানের ইনস্টিটিউট দে রেডিওফিজিক আরাফাতের ব্যবহার্য জিনিসপত্রে বিষ পাওয়া গেছে দাবি করায় তাদের সেই সন্দেহ আরো গাঢ় হলো। প্রসঙ্গত, ২০০৪ সালে আরাফাত আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে ফ্রান্সের একটি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। সুইজারল্যান্ডের লাওসানের ইনস্টিটিউট দে রেডিওফিজিক-এর মুখপাত্র ডার্সি ক্রিশ্চেন রয়টার্সকে জানান, আশ্চর্যজনকভাবে তারা আরাফাতের ব্যবহার্য জিনিসপত্রে উচ্চমাত্রার পলোনিয়াম-২১০'র উপস্থিতি পেয়েছেন। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, আরাফাতের চিকিৎসা প্রতিবেদনে যে বিবরণ দেয়া আছে তাতে পলোনিয়াম-২১০'র প্রতিক্রিয়াজনিত কোনো কিছুর আভাস পাওয়া যায়নি। আর এ কারণেই এটা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। ফিলিস্তিনি ওই নেতাকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছিল কি না। আল জাজিরা স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রচারিত এক তথ্যচিত্রে জানানো হয়, আরাফাতের বিধবা স্ত্রী প্রয়াত স্বামীর ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র ওই সুইস প্রতিষ্ঠানটিকে দিয়েছিলেন। তাতে দেখা গেছে আরাফাতের পোশাক, টুথব্রাশ এবং তার মাথার ওড়নাতেও অস্বাভাবিক মাত্রার পলোনিয়াম পাওয়া গেছে। পলোনিয়াম একটি বিরল উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয় উপাদান। তথ্যচিত্রটিতে সুইস ওই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ফ্রাঙ্কোয়িস বোচাদ বলেন, "আমি নিশ্চিত করছি, আরাফাতের ব্যবহার্য জিনিসপত্রে আমরা উচ্চমাত্রার পলোনিয়াম-২১০'র খোঁজ পেয়েছি যা জৈব তরল হিসেবে তার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে থাকতে পারে।

ইসরাইলে আঘাত আনতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে ইরান

ইরান মাঝারিপাল্লার শাহাব-৩ নামের একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। এটি ইসরাইলে আঘাত হানতে সক্ষম। তেহরান আক্রান্তহলে প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষমতা প্রদর্শনই এ পরীক্ষার লক্ষ্য বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। ইরানের আল আলম টেলিভিশন নেটওয়ার্কের খবরে বলা হয়েছে, গ্রেট প্রফেট-৭ নামের সামরিক মহড়া চলার দ্বিতীয় দিনে কাভির মরুভূমি থেকে দেশটির বিপ্লবী গার্ডবাহিনী ক্ষেপণাস্ত্রটির উৎক্ষেপণ করে। এটি দুই হাজার কিলোমিটার দূরে আঘাত হানতে সক্ষম। এর অর্থ হলো- এক হাজার কিলোমিটার দূরে থাকা ইসরাইলের আওতার মধ্যে রয়েছে। ইরান এর আগে শাহাব-১ ও শাহাব-২ নামের স্বল্পপাল্লার দু'টি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালায়। এ দুটো যথাক্রমে তিনশ' ও পাঁচশ' কিলোমিটার দূরে আঘাত হানতে সক্ষম ছিল। এদিকে ফার্স বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, ইরান দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েক ডজন স্বল্প, মধ্য ও

দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে। ইরানের রেভল্যুশনারী গার্ডবাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার হোসেইন সালামির উদ্ধৃতি দিয়ে ফার্স বার্তা সংস্থায় বলা হয়েছে, এ মহড়ার লক্ষ্য ইরানের বিরুদ্ধে রূঢ় ভাষায় কথা বলে তাদের সে আচরণের জবাবেই এ মহড়া।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম বিদেশ সফরে সৌদি গেলেন মুরসি

মিসরের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে সৌদি আরব করেছেন। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা মিনা সৌদি রাষ্ট্রদূত আহমেদ কাত্তানের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহ দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট মুরসিকে সৌদি আরব সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ' প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর এটাই তার প্রথম বিদেশ সফর। মুসলিম ব্রাদাহুডের সদস্য মুরসি মিসরের প্রথম বেসামরিক প্রেসিডেন্ট। হোসনি মোবারকের আমলে মিসরের সাথে সৌদি আরবের নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

অস্ত্র বিরতিতে সম্মত দুই সুদান

সুদান দক্ষিণ সুদান তাদের বিরোধপূর্ণ তেল সমৃদ্ধ সীমান্ত এলাকায় অস্ত্রবিরতির প্রতিশ্র "তি দিয়েছে। অবশ্য প্রকৃত কোন চুক্তিতে উপনীত হতে সক্ষম হয়নি বলে জানিয়েছেন দুপক্ষের কর্মকর্তারা। দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতার এক বছর পূর্তির আগে ইথিওপিয়ার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত শেষ দফা আলোচনায় তারা প্রতিশ্র "তি দেন। সুদানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আবদুর রহিম হোসেন বলেন, আমরা বিরোধ নিরসনে কখনই শক্তি প্রয়োগ না করতে এবং বৈরিতা বন্ধ করতে একমত হয়েছি। তাছাড়া দু'পক্ষ রাজনৈতিক সদিচ্ছা জোরদারে সম্মত হয়েছে। আফ্রিকান ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় শান্তি আলোচনা আবার শুরু করেছে দুদেশ। গত সপ্তাহে কোন চুক্তি ছাড়াই তা মুলতবি হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা উৎসবের পর বুধবার থেকে তা আবার চলবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আগামি সংবিধান হবে শতভাগ ইসলামী এদিকে সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর হাসান আল বশির বলেছেন, সুদানের আগামি সংবিধান হবে শতভাগ ইসলামী যা প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের জন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবে। রাজধানী খার্তুমে ইসলামী সুফী নেতাদের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে তিনি একথা বলেছেন। তিনি বলেন, আমি অমুসলিমদের বলতে চাই আপনাদের অধিকার ইসলামি শরীয়া ছাড়া অন্য কোথাও সংরক্ষিত নেই। কেননা এটিই ইনসাফ ভিত্তিক। '

সংগ্রহে:আহমদ রাফিদ ফারহান

আপনার জিজ্ঞাসা

জবাব দিচ্ছেন - **মাওলানা মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম**

মামুন, সৌদী আরব

প্রশ্ন-০১. ঘরে একাকী নামায পড়লে ফরজ নামাযে কি নিঃশব্দে সূরা কিরাত পড়া যাবে?

উত্তর: একাকী নামায পড়লে মাগরিব, এশা এবং ফজর নামাযে প্রথম ২ রাকাত সূরা কিরআত নিঃশব্দে পড়া যাবে। তবে আওয়াজ দিয়ে পড়াই উত্তম। আর একাধিক মুসল্লি এক সংগে সালাত আদায় করলে ঐ সকল সালাতে ইমামকে স্বশব্দেই সূরা-কিরআত পড়তে হবে। এ বিষয়ে ভিন্নমতও রয়েছে। অর্থাৎ নিঃশব্দে পড়া যাবে না বলেও একটি মত আছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন-০২. সালাতুল হাজত কি শুধু রাতেই পড়তে হয় নাকি দিনেও পড়া যাবে?

উত্তর: সালাতুল হাজত বা প্রয়োজন পূরণের জন্য নামায পড়ে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা রাতে এবং দিনে সব সময় করা যায়।

মোঃ আবুল কালাম, শান্তিনগর, ঢাকা

প্রশ্ন-০৩. আমরা যে ১১ তলা এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ থাকি এখানে নামাযঘর আছে। বাসার অদূরের মসজিদে গিয়ে নামায পড়ি এপার্টমেন্টের নামাজঘরের পরিবর্তে। এতে কোন অসুবিধা নেই তো? বৃষ্টিবাদল হলে এখানে পড়ি।

উত্তর: এতে কোন অসুবিধা নেই বরং আপনি অধিক সওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ। মসজিদে গিয়ে বড় জামায়াতে সালাত আদায় করার সওয়াব অনেক বেশি। তবে এপার্টমেন্টের সকলে মিলে যে নামায ঘর করেছেন এবং নিয়মিত আজান নামায হচ্ছে সেটিও ভাল উদ্যোগ। তাদের সাথে সুসম্পর্ক ও সহযোগিতা বজায় রাখতে হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন-০৪. জমি কট (বন্ধক) নেয়া জায়েজ আছে কি না? টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ফসল ভোগ করার শর্তে।

উত্তর : কট জমি বলতে আপনি বন্ধকি জমির কথা বলছেন। ফসল ভোগ করা এবং সম্পূর্ণ টাকা ফেরত নেয়া জায়েজ নেই। এট স্পষ্টত: সুদ। সুদ আল্লাহ হারাম করেছেন। সূরা

বাকারা, সূরা-২, আয়াত- ২৭৫। ফসলের দাম হিসাব করে মূল প্রদত্ত টাকা থেকে ঐ অংশ বাদ দিয়ে বাকী টাকা ফেরত নিতে কোন দোষ নেই। বন্ধকি রাখা মানে টাকার জামানত রাখা। উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে নয় বরং হাওলাত হিসেবে যা টাকা দেয়া হল তা সিকিউরিটির উদ্দেশ্যে বন্ধক রাখা। এভাবে ধার-হাওলাত দেয়া অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। এমনকি দান-খয়রাত করার চেয়েও বেশি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন-০৫. জাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে (প্রাইভেট কোম্পানীতে) চাকুরী নিলে ঐ চাকুরী থেকে প্রাপ্ত বেতন কি হালাল হবে? পরবর্তীতে মালিককে জানিয়ে ক্ষমা নিলে কি আল্লাহ মাফ করবেন?

উত্তর: জাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে চাকুরী নেয়া একটি প্রতারণা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়- ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছে, আবু হুরাইরা (রাঃ) হাদীসের বর্ণনাকারী। তবে চাকুরীতে যে বেতন নেয়া হচ্ছে সেটি হারাম হবেনা। যদি সূদের চাকুরী না হয় এবং হারাম পণ্যের বেচাকেনার প্রতিষ্ঠানে চাকুরী না হয়ে থাকে এবং চাকুরীতে কোন দুর্নীতি করা না হয়। পরবর্তীতে মালিককে জানিয়ে ক্ষমা নিলে আল্লাহ মাফ করবেন আশা করা যায়। আল্লাহ ভাল জানেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন-০৬. বর্তমানে যে ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর কথা শোনা যায় এগুলো কি সুদ মুক্ত?

উত্তর: ফারইস্ট এবং প্রাইম ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্সসহ কতিপয় লাইফ এবং জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী যা শরীয়া এডভাইজারী বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত সেগুলোতে সম্পৃক্ত হওয়া যেতে পারে।

কেয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

প্রশ্ন-০৭. বেহেশতি জেওর বইটি কি শুদ্ধ?

উত্তর: বেহেশতি জেওর বইটি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) রচিত একটি বহুল পরিচিত ইসলামী পুস্তক। হানাফী মাযহাব অনুসরণে রচিত। এ পুস্তকের যেসব বিষয় সহীহ হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সেটা নির্দ্বিধায় মানা যাবে। যে সব বিষয় বিতর্কিত সে সব বিষয়ে কোরআন এবং সহীহ হাদীসের মত গ্রহণ করতে হবে। বেহেশতি জেওর সহ সকল ইসলামী গ্রন্থের ক্ষেত্রে এ নীতি অনুসরণ করা উচিত।

প্রশ্ন-০৮. আমার নামাজের জায়গার সামনে ড্রেসিং টেবিল আছে। তাতে আয়না আছে। ঐ আয়না সামনে করে নামায পড়লে কি নামায হবে? আমি যদি আয়নার দিকে না তাকিয়ে নামায পড়ি নামায হবে তো?

উত্তর: আপনার বর্ণিত আয়না সামনে করে সালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। একটি কাপড় টানিয়ে আয়না আড়াল করে নিবেন সালাত আদায়ের সময়। নইলে মনযোগ বিঘ্নিতহবার আশংকা থাকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন-০৯. আমার স্বামীর চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। তিনি আশংকাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন সিংগাপুরে। আমরা দরিদ্র নই। জমাজমি আছে বিক্রি করা যাচ্ছে না এত অল্প সময়ে। আত্মীয়-স্বজনগণ অর্থ সাহায্য দিচ্ছেন। আমাদের নিজস্ব অর্থ এখন আর নেই। সাহায্য করতে ইচ্ছুকদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করছেন তারা আমাদেরকে যাকাতের অর্থ সাহায্য দিতে পারবেন কিনা।

উত্তর : বর্ণিত অবস্থায় যাকাত গ্রহণ করা যাবে। পরবর্তিতে সম্ভব হলে আপনারা তা ফেরত দিতে পারবেন অথবা অন্য কোন উপযুক্ত জায়গায় ঐ পরিমাণ অর্থ দান করতে পারবেন। সেটি করাই উত্তম হবে। "আহসিন কামা আহসানাল্লাহু ইলাইকা" অর্থাৎ তুমি অন্যদেরকে উপকার পৌঁছাও যেভাবে আল্লাহ তোমার প্রতি ইহসান করেছেন।

মাসুদ, ঢাকা

প্রশ্ন-১০. আমার বড় ভাই মায়ের মাথায় হাত রেখে কসম করে বলেছেন যে তিনি আমাকে মেরে হাসপাতালে পাঠাবেন। নইলে তিনি তার শিশু ছেলের মরা মুখ দেখবেন। এখন তিনি কি করবেন।

উত্তর: কোন না জায়েজ কাজ কারবার প্রতিজ্ঞা ভংগ করাই জরুরী। কসম করার কারণে তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে। কাফফারা হচ্ছে দশজন মিসকিনকে খাওয়ানো অথবা পোশাক প্রদান। সম্ভব না হলে ৩টি রোজা রাখা।

পীরজাদা মাহমুদুল হাসান, বাড্ডা, ঢাকা

প্রশ্ন-১১. ক. যাকাত হিসাবে গরীব একজনের পক্ষ থেকে তার ঋণ শোধ করা যাবে কিনা এবং তাকে জানাতে হবে কিনা?

উত্তর: ক. যাকে যাকাত দেয়া হচ্ছে তাকে না জানিয়ে তার ঋণ শোধ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যবহার করা যাবে না। ঐ গরীবকেই তা দিতে হবে। এবং কোন শর্ত ছাড়াই দিতে হবে। অর্থাৎ এমন কথা বলা যাবে না যে, আপনি যদি আপনার ঋণ শোধ করেন তাহলে আপনাকে যাকাত দিব।

প্রশ্ন-১২. যাকাতের টাকা ইয়াতিমখানার গরীবদের মাঝে পাঞ্জাবী ক্রয় করে বন্টন করা যাবে কিনা?

উত্তর: তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, নিরাপত্তার জন্য ইয়াতিম-মিসকীনদেরকে নগদ অর্থ অথবা প্রয়োজনীয় সামগ্রী যাকাতের অর্থ দিয়ে কিনে দেয়া যাবে। নগদ অর্থ প্রদান করাই উত্তম। স্বর্ণের যাকাতের ক্ষেত্রে স্বর্ণ, ফসলের যাকাতের ক্ষেত্রে ফসলও দেয়া যেতে পারে। এবং তা অধিকতর নিরাপদ।

প্রশ্ন-১৩. যাকাত গ্রহণ করার মানদন্ড কি?

উত্তর: যার উপর যাকাত ফরজ নয় তিনি যাকাত পাওয়ার যোগ্য। তবে অপেক্ষাকৃত বেশী গরীবকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

প্রশ্ন-১৪. ঝঅগইঅ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ প্রসংগে জানতে চাই। অর্থাৎ এটা জায়েয হবে কিনা?

উত্তর: ঝঅগইঅ ব্যাংক সুদ মুক্ত কিনা? তা আমাদের জানা নেই। শুধুমাত্র শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকে লেন দেন করাই বৈধ।

প্রশ্ন-১৫. স্ত্রী সহবাসে বীর্যপাত না হলেও কি গোসল ফরজ হয়?

উত্তর: জ্বি হ্যাঁ, পুরুষাংগের অগ্রভাগ প্রবেশ করলেই গোসল ফরয হয়ে যায়।

প্রশ্ন-১৬. রিয়াদুস সালেহীন গ্রন্থটি কি নির্ভরযোগ্য?

উত্তর : জ্বি হ্যাঁ, রিয়াদুস সালেহীন ইমাম নববী (রহ.) কর্তৃক রচিত নির্ভরযোগ্য একটি বিষয় ভিত্তিক এবং হাদীস সংগ্রহ গ্রন্থ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন-১৭. হিন্দুদের আখড়ায় (ধর্মীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান) চাঁদা দেয়া যাবে কি?

উত্তর: অমুসলিমকে সাহায্য করা ইসলামে নিষেধ নয়। তবে তাদের ধর্মীয় কাজে সাহায্য করলে সেটি বৈধ নয়।

প্রশ্ন-১৮. গাড়িতে আমি পেছনের সিটে বসা আছি। আমার পাশে আমার স্বামীও বসে আছেন। সামনের সিটে একজন আ ীয় বসা। এমতাবস্থায় আমি চলন্ত গাড়িতে নামায পড়তে পারব কি? উল্লেখ্য গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত নামাযের সময় থাকবেনা।

উত্তর : চলন্ত গাড়িতে এমতাবস্থায় আপনি সালাত আদায় করতে পারবেন। সালাত কাযা করা যাবে না।

সিরাজ মুন্সী, বোয়ালখালী, ফরিদপুর

প্রশ্ন-১৯. বাড়িতে আগুন লেগে এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। এমনকি কোন মাংসও অবশিষ্ট নেই। অবশিষ্ট আছে শুধু কংকাল। তার গোসল-জানাযা করতে হবে কি?

উত্তর: দেহের খাঁচাটি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে সম্মানের সাথে এবং কাফন পরিয়ে জানাযা করে দাফন করতে হবে। (এ প্রশ্নটির জবাব টেলিফোনে ২৮ ফেব্র “য়ারী ২০১২ তারিখ দেয়া হয়েছিল)

আনোয়ার, ইমাম, আবুধাবী

প্রশ্ন-২০. এখানে কুনুতে নাযেলা পড়া হয়। এর পক্ষে কোন দলিল আছে কি?

উত্তর: স্বি হ্যাঁ, সালাতের শেষ রাকায়াতে রুকু থেকে উঠে হাত মুনাজাতের জন্য প্রসারিত করে কুনুত পড়ার বিধান ইসলামে রয়েছে। বিশেষ করে যে কোন প্রতিকূলতার মুকাবেলায় আল্লাহর সাহায্য কামনা করার এক সুন্নাহ সমার্থক উত্তম পন্থা এই কুনুতে নাযিলা। বুখারী-মুসলিম উভয় হাদীস গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা এ বিষয়ে পাওয়া যাবে। সবরকম সালাত (জামিউসসালাত কিতাব: ইসতিহবার আল কুনুত) কুন্ত অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত হাদীস রয়েছে।

আশিক কামাল, সৌদি আরব

প্রশ্ন-২১. কোন এক মেয়েকে কসম করে বলেছিলাম যে আমি তাকে বিয়ে করব। এখন বিভিন্ন কারণে আমি তাকে বিয়ে করতে পারছিনা। এমতাবস্থায় আমার কি করা উচিত?

উত্তর: এমতাবস্থায় কসমের কাফফারা দিতে হবে। কসমের কাফফারা হচ্ছে: দশজন মিসকিন খাওয়ানো অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান করা এতে অক্ষম হলে ৩টি রোযা করা, এই সাথে আমাদের মনে রাখা দরকার যে কোন দোষ ত্র "টি অন্যায়ের জন্য অনুসূচনা সহকারে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তওবা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন মানুষের হক নষ্ট হয়ে থাকলে তার মিমাংসা করা অথবা সংশ্লিষ্ট মানুষের নিকট ক্ষমা চাওয়া জরুরী।

প্রশ্ন-২২. কাউকে ভুলে থাকার জন্য কোন দোয়া আছে কিনা?
উত্তর: অনাকাংখিত কোন জিনিসকে মন থেকে দূর করার জন্য আল্লাহর ভয়কে মনের মধ্যে জায়গা করে দিতে হবে। পরকালের ভয়াবহ শাস্তি থেকে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার অদম্য বাসনা জাগ্রত করাই সম্ভবত: এর একমাত্র উপায়। বেশি ইস্তেগফার করুন। তওবা করুন। আল্লাহর সাহায্য অবিরত চাইতে থাকুন। আল্লাহু ওয়ালিউত তাওফিক।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, চট্টগ্রাম
প্রশ্ন-২৩. ব্যাংকের সহযোগিতা নিয়ে গাড়ি কেনা জায়েজ হবে কিনা?
উত্তর: ইসলামী বাংকিং পদ্ধতির সহযোগিতা নিয়ে গাড়ি কেনা জায়েজ আছে। সুদভিত্তিক কোন ব্যাংক এর সহযোগিতা নেয়া যাবেনা। আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন সূরা বাকারা- সূরা নং ২, আয়াত- ২৭৫

প্রশ্ন-২৪. ভিসা ১০ হাজার টাকা দিয়ে কিনে বেশি দামে বিক্রি করা যাবে কিনা?
উত্তর : ভিসা বেচা-কেনা জায়েয নেই। এটি বৈধ পন্থায় করা হয় না। ভিসা কোন বেচা-কেনার পণ্য নয়।

রুপা, মিরপুর
প্রশ্ন-২৫. হিন্দু লোক মারা গেলে এ উপলক্ষে আয়োজিত কোন অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে কিনা?
উত্তর : অমুসলিমদের আয়োজিত কোন অনুষ্ঠানে যাওয়া নিষিদ্ধ নয়। অনুষ্ঠানে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ হলে ইসলামী পরিবেশ রক্ষা না হলে তেমন অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে না। সে অনুষ্ঠান মুসলিম নামের লোকেরা আয়োজন করলেও বৈধ নয়। মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করার ক্ষেত্রে শুধু মাত্র ঈমানদার ব্যক্তির জন্য দোয়া করা যাবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন-২৬. মেয়েদের মাসিক চলাকালীন বিয়ে হতে পারবে কি?

উত্তর : মাসিক চলাকালীন কোন মেয়ের বিয়ে হতে কোন বাধা নেই। এমতাবস্থায় পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত দৈহিক মিলন করা যাবে না।

মুহা: কবির, রিয়াদ, সৌদি আরব

প্রশ্ন-২৭. আমার স্ত্রী একটি মেয়ে সন্তান প্রসব করতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। প্রথম মেয়ের নাম আপনাদের পরামর্শ অনুযায়ী আমাতুল্লাহ বিনতে কবীর রাখা হয়েছে। পরবর্তি মেয়ের জন্য একটি ভাল নামের পরামর্শ চাচ্ছি।

উত্তর : আসন্ন মেয়ের জন্য 'মারইয়াম বিনতে কবির' নামটি বিবেচনা করতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন-২৮. আমার স্ত্রী গর্ভবতী। কখনো কখনো সামান্য পানির মত স্রাব দেখা দেয়। এমতাবস্থায় তিনি নামায পড়তে পারবেন কি?

উত্তর : জি হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই সালাত আদায় করবেন। সালাত নিষিদ্ধ কেবল মাত্র হায়েজ (মাসিক) এবং নেফাসের বেলায়। সন্তান প্রসবের যে স্রাব হয়ে থাকে তাকে নেফাস বলা হয়। মাসিকের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১০ দিন এবং সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৪০ দিন। উভয় ক্ষেত্রেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে স্রাব বন্ধ না হলে সেটি রোগ ধরতে হবে। এবং সালাত আদায় শুরু করা হবে। তবে ১০ দিনের পূর্বে মাসিক বন্ধ হলে ফরয গোসল করে সালাত শুরু করতে হবে। নেফাসের ক্ষেত্রে ৪০ দিনের পূর্বে যে কোন সময় স্রাব বন্ধ হলে ফরয গোসল করে যথারীতি সালাত শুরু করতে হবে।

ড: ইশরাত জাহান, ঢাকা

প্রশ্ন-২৯. আমার মৃত ছেলের জন্য আমি দান খায়রাত করলে সেটা তার আমলনামায় যাবে কিনা। ছেলেটির বয়স ছিল ২৭ বৎসর। সে ছিল মানসিক রোগী। সে আ্হিত্যা করেছিল।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির পক্ষে জীবিতদের দান খায়রাতের বিধান শরীয়তে বৈধ। হালাল সম্পদ দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যথাস্থানে দান করলে কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মস্তিষ্ক বিকৃতিজনিত কারণে আ্হত্যা করলে আ্হত্যার অপরাধের দায়ে

দায়ী হবেন না ইনশাআল্লাহ। এমন ব্যক্তির উপর সকল দীনী দায়িত্ব পালনের বিধান কার্যকর থাকে না।

আবদুল মালেক, মানিকগঞ্জ

প্রশ্ন-৩০. পায়ে সমস্যা থাকায় আমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারি না। এ অবস্থায় জুমু'য়ার নামাযের পরিবর্তে বাসায় যোহরের নামায পড়তে পারব কিনা?

উত্তর : কোন কোন মসজিদে চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারীদের জন্য হয়তো কোন এক পাশে অথবা পেছনে স্থান করে দেয়া হয়। এমন সুযোগ না থাকলে আপনি জুমু'য়ার পরিবর্তে যোহর আদায় করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

সাহিল খান, ঢাকা

প্রশ্ন-৩১. মিথ্যা কথা বললে নাকি মুখ নাপাক হয়ে যায় এবং ৪০ দিন দোয়া কবুল হয় না, কথাটি কি সত্য?

উত্তর: জ্বী না, কথাটি সত্য নয়। মিথ্যা বলার জন্য নির্দিষ্ট গুনাহ লিখা হবে, এবং তার শাস্তিও রয়েছে। কেউ মাফ চাইলে আল্লাহ মাফও করে দিবেন। কিন্তু মুখ নাপাক হওয়া ইবাদত কবুল না হওয়ার কথা কুরআন হাদীসে নেই।

প্রশ্ন-৩২. রোযা, ইফতার এবং অযুর কি নিয়ত করতেই হবে?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ নিয়ত করতেই হবে। তবে নিয়ত মুখে বলার প্রয়োজন নেই। মনে মনে নিয়ত থাকলেই চলবে। আপনি কি করছেন সেটা মনে মনে পোষণ করাই নিয়ত।

প্রশ্ন-৩৩. নারীরা কি এক্বামত দিতে পারবেন?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ, নারীরা এক্বামত দিতে পারবে, তবে সশব্দে নয়, নিঃশব্দে। ইকামত নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সমান।

শাহানা বেগম, মিরপুর, ঢাকা

প্রশ্ন-৩৪. আমার শরীরের প্রতিটি জয়েন্টে ব্যথা, দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারিনা। কিভাবে নামাজ আদায় করব?

উত্তর: আপনি বসে নামাজ আদায় করতে পারবেন। যদি বসে না পারেন তাহলে শুয়েও নামাজ পড়তে পারবেন।

প্রশ্ন-৩৫. যদি ৪ রাকাত বিশিষ্ট নামাজে ভুলবশতঃ ২ রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলি তাহলে করণীয় কি?

উত্তর: যদি ৪ রাকাত নামাজ পড়তে গিয়ে ভুলবশতঃ ২ রাকাতে সালাম ফিরিয়ে ফেলেন তাহলে সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই কোন কথা বলার পূর্বেই মনে পড়ে তাহলে আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। বাকি দুই
রাকাত পড়ে নিতে হবে এবং নামাজ শেষে সাহু সাজদাহ করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৬. চাশত নামাজ কখন পড়তে হয়?

উত্তর: চাশতের নামাজ সকালে সূর্যের আলো উত্তপ্ত হওয়ার পরে পড়তে হয়। যোহরের ওয়াক্ত আসার পূর্ব পর্যন্ত
পড়া যায়।

প্রশ্ন-৩৭. নাপাক অবস্থায় দোয়া করা যাবে কি?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ, নাপাক অবস্থায় দোয়া করা যাবে।

প্রশ্ন-৩৮. স্বামী মারা গেলে কতদিন শোক পালন বা ঘরের মধ্যে থাকতে হয়?

উত্তর: পবিত্র কুরআন মজীদে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করতে হবে। নিরাপত্তার অভাব না হলে অনিবার্য কোন প্রয়োজন না হলে নিজ গৃহে অবস্থান করতে হবে, বের হওয়া যাবে না। সাজগোজ বিহীন খুবই সাধারণ কাপড়ে থাকতে হবে।

মোঃ ইব্রাহিম

প্রশ্ন-৩৯. আক্বীকার গোশত কি সকলেই খেতে পারবে?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ, আক্বীকার গোশত সকলে খেতে পারবে। এ ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ নেই।

প্রশ্ন-৪০. মহিলারা কি জামায়াতে শামিল হয়ে নামাজ আদায় করতে পারবেন?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ, মহিলারা জামায়াতে শামিল হয়ে নামাজ আদায় করতে পারবেন। এতে কোন বাধা নেই।

সোহেলী খান, ঢাকা

প্রশ্ন-৪১. আমার স্বামী সরকারী চাকুরী রত অবস্থায় ইচ্ছে পোষণ করতেন অবসর গ্রহণের পরে হজ্জে যাবেন। তার আগেই তিনি মারা যান। এখন করণীয় কী?

উত্তর: নিয়ম হচ্ছে জীবিত অবস্থায় যদি কেউ অসিয়ত করে তার হজ্জ করানোর জন্য তাহলেই কেবল মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশ বিক্রি করে তাতে যদি হজ্জের খরচ হয় তাহলে তার মাধ্যমে অন্যকে দিয়ে বদলি হজ্জ করাতে হয়। তবে আপনার স্বামীর যেহেতু ইচ্ছে ছিলো হজ্জ করার তাই আপনি সম্ভব হলে পূর্বে হজ্জ করেছেন এমন কাউকে দিয়ে বদলি হজ্জ করিয়ে দিতে পারেন। অথবা আপনি নিজেও তার পক্ষে হজ্জ করতে পারেন, যদি নিজের হজ্জ আগে করে থাকেন। অনুরুপ আপনার বা আপনার স্বামীর কোন আতীয় ও তার পক্ষে হজ্জ করতে পারেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন-৪২. মৃত ব্যক্তির পোস্ট মর্টেম করানো কি জায়েজ আছে?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ, পোস্টমর্টেম জায়েজ আছে। সঠিক বিচারের স্বার্থে কোন নির্দোষ মানুষ যাতে শাস্তি ভোগ না করে সেই কারণে পোস্টমর্টেম জায়েজ আছে।

প্রশ্ন-৪৩. রাস্তায় অনেক ভিক্ষুক দেখা যায় সকলকে ভিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। তাদের সাথে কি আচরণ করা উচিত?

উত্তর: ভিক্ষা দেয়া সম্ভব না হলে কোমল কণ্ঠে বলতে হবে পরে দেব। কোনভাবেই তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না।

প্রশ্ন-৪৪. আছর ও মাগরিবের মাঝখানে এবং ফজর নামাজের পরে কোন সুন্নত পড়া হয় না কেন?

উত্তর : কারণ, রাসূলুল্লাহ সা. এ ওয়াক্তদ্বয়ে সুন্নত পড়তে নিষেধ করছেন।

কাউসার, ঢাকা

প্রশ্ন-৪৫. বাসায় একাকী ফরজ নামাজের পূর্বে কি এক্বামত দিতে হবে?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ দিতে হবে। এক্বামত দেওয়া সর্বাবস্থায়ই সুন্নত।

প্রশ্ন-৪৬. নামাজ শেষে দোয়া না করে পরে দোয়া করলে কি কবুল হবে?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ, অবশ্যই কবুল হবে। পুরো নামাজই হচ্ছে দোয়া। নামাজ শেষে দোয়া করতে হবে এমন কোন কথা কুরআন হাদীসে নেই।

প্রশ্ন-৪৭. দোয়া করার জন্য হাত তোলা কি বাধ্যতামূলক?
উত্তর: জ্বী না, বাধ্যতামূলক নয়। হাত তোলাটা দোয়া করার জন্য শর্ত নয়।

প্রশ্ন-৪৮. অযু ছাড়া কি দোয়া কবুল হবে?
উত্তর: জ্বী হ্যাঁ, কবুল হবে। কেবলমাত্র দোয়া করার জন্য অজু শর্ত নয়।
প্রশ্ন-৪৯. ক্বছরের ক্ষেত্রে কি শুধু ফরজ পড়তে হবে? নাকি সুন্নতও পড়তে হবে?
উত্তর: ক্বছরের ক্ষেত্রে শুধু ফরজ পড়তে হবে। শুধুমাত্র ফজরের সুন্নত এবং বিতরের নামাজ ছাড়া অন্য সুন্নত পড়তে হয় না।

আলভি, পাবনা
প্রশ্ন-৫০. তারাবীর নামাজ না পড়লে কি রোযার কোন ক্ষতি হবে?
উত্তর: জ্বী না, তারাবি না পড়লে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। তবে তারাবীর নামাজের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন।

[মাওলানা মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক ও টিভি ব্যক্তিত্ব। তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ঢাকার একটি সুপরিচিত মসজিদের খতিব। এ পর্যন্ত তাঁর ৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় ২শ'। তিনি নিয়মিত টেলিফোন ও ই-মেইলে দেশ-বিদেশের প্রশ্নকারীদের ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। তিনি আরটিভির ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন। জিজ্ঞাসার চলতি সংখ্যা থেকে তিনি আপনার জিজ্ঞাসা বিভাগে প্রশ্নের জবাব দেবেন। তিনি একইসাথে পত্রিকাটির সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করবেন।]

এই বিভাগে আপনিও প্রশ্ন পাঠাতে পারেন
প্রশ্ন পাঠাবার ঠিকানা : মাসিক জিজ্ঞাসা, বাড়ী নং-১৫, সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর-৭, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০

আপনার স্বাস্থ্য – রমযানের খাদ্যাভ্যাস

ডা: মো: মোয়াজ্জেম হোসেন

মুসলমানদের জন্য রমযানের একমাস রোজা রাখা ফরজ। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে দূরে থাকাই রোজা। এটা রোজার সাধারণ পরিচয় মাত্র। তবে সিয়াম তথা রোজার অর্থ আরও ব্যাপক। রোজাকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন–

এক: দেহের রোজা, দুই. মনের রোজা, তিন. পঞ্চইন্দ্রিয়ের রোজা।

এক : দেহের রোজা : দেহের রোজা বলতে মূলত সূর্য উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার থেকে বিরত থাকাই দেহের রোজা। এক আল্লাহর নির্দেশ মানায় দেহকে উপযুক্ত করে তোলা।

দুই : মনের রোজা : মনের রোজা বলতে বুঝায় মনকে পুত-পবিত্র রাখা, মনের সংর্কিতা দূর করা, মনকে সকল প্রকার হীনমন্যতা থেকে মুক্ত করা, এক আল্লাহর নির্দেশ মানায় মনকে প্রস্তুত করা।

তিন. পঞ্চইন্দ্রিয়ের রোজা : পঞ্চইন্দ্রিয়ের রোজা পালন করতে না পারলে, রোজার মূল শিক্ষাই বিফলে যাবে। চোখে এমন কিছু দেখা যাবে না যা আল্লাহ্ দেখতে নিষেধ করেছেন। হাতে এমন কিছু করা যাবে না যা আল্লাহ্ করতে নিষেধ করেছেন। পা-কে এমন ভাবে পরিচালিত করা যাবে না যে ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চলতে নিষেধ করেছেন।
দেহের রোজা পালনে আহারের প্রয়োজন। কিন্তু দেহ ঠিক না থাকলে মন, ইন্দ্রিয় কিছুই ঠিক থাকবে না। তাই রমযানের খাদ্যভ্যাস সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। রমযানের খাবার বলতে আমরা বুঝি ইফতারী ও সাহারী। তার রমযানের কিচু খাবার বেশী খাবার চেষ্টা করতে হবে, তদ্রুপ কিচু খাবার কম খেতে হবে।

যা বেশী খেতে হবে:
১. তরল খাবার, ২. সহজপাচ্য খাবার, ৩. তেল-মসলা কম খাবার, ৪. কম ঝাল যুক্ত খাবার, ৫. টাটকা খাবার,

যা কম খেতে হবে: ১. গুরুপাক খাবার, ২. বেশী তেল-মসলা যুক্ত খাবার, ৩. বেশী শক্ত খাবার, ৪. টক জাতীয় খাবার, ৫. বেশী চর্বি জাতীয় খাবার

রমজানের খাওয়াটাকে আমরা দু'টি প্রধান খাবারে ভাগ করে থাকি। যেমন:

ইফতারী : তাড়াতাড়ি ইফতার করা সুন্নত। সারাদিন পেট খালি থাকে, বলতে গেলে পরিপাকতন্ত্র অভুক্ত অবস্থায় বিশ্রামে থাকে। বিশ্রাম থেকে পরিপাকতন্ত্র রূপ যন্ত্রটাকে সচল করতে হলে শুরুতেই হালকা খাবার যেমন পানীয় জাতীয় খাবার দিয়ে শুরু করা উত্তম। আমাদের শরীরের মূল খাদ্য উপাদানই হল গ্লুকোজ। যা অক্সিজেনের সংস্পর্শে প্রদাহ হয়ে শক্তি তৈরি করে। এই জন্য রাসূল (সা:) এর ও উপদেশ হল ইফতারীতে প্রথম গ্রহণ যোগ্য উপাদান হল খেজুর অথবা পানি। কিন্তু আমাদের সমাজে ছোলা, পিয়াজু, ছপ, বেগুনী, হালিম, বড় আপেল পোলাও, বিরানী ইত্যাদি সব খাবার দিয়ে ইফতারীর আসর জমানো হয়। যা পেটে গিয়ে শুরু হয়ে বিদ্রোহ। শুরু হয় এসিডিটি, ডাইরিয়া, পেট জ্বালা, গ্যাস হওয়াসহ নানা উপসর্গ। রমযানে বদহজম হয় না এমন ঘটনা খুবই কম শোনা যায়।

এর পরও আছে হাটে-বাজারে ইফতারীর ফসরা বসানো। এই সব ইফতারী তৈরীতে পরিবেশনে কোন রকম স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা হয় না। যত সব অস্বাস্থ্যকর খাবার যেখানে-সেখানে ইফতারী হিসেবে বিক্রয় করা হয়। এগুলো পরিহার করার চেষ্টা করতে হবে। যদি সামর্থ না থাকে তা হলে শুধু পানি দিয়ে ইফতার করে মাগরিবের নামাজান্তে রাতের খাবারটাই সেরে নেবেন। তবু অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন।

সাহারী : ইফতারীর পরই রোজাদারীরে জন্য দ্বিতীয় আকর্ষণ হল সাহরী। নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে দেরীতে সাহেরী খাওয়া সুন্নত। অনেকে সাহরী খেতে চাননা তাও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। কারণ, এতে করে দিনের বেলায় শরীরে গ্লকোজের অভাব দেখা দিতে পারে। আর গ্লাকোজের অভাব হলে আপনার পক্ষে রোজা রাখা কষ্টকর হয়ে পড়বে। ডায়বেটিসের রোগী হলে হাইপো গ্লাইসেমিয়া হয়ে রোজা ত্যাগ করা হতে পারে।

সাহারীর খাবারেও আমাদের অতিঝাল, অতি শক্ত, গুরু পাক খাবার যেমন বিরানী, খিচুড়ী ইত্যাদি বর্জন করতে হবে। কোন কোন অঞ্চলের লোকেরা শেষ রাতে নারিকেল গুড় দিয়ে ভাত খেয়ে থাকেন। শেষ রাতে নারিকেল খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারলে ভাল হয়। নারিকেল বেশ শক্ত খাবার। এতে প্রচুর এসিড ও গ্যাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে সারাদিন রোজা রেখে কষ্ট পায়। অহেতুক নারিকেল সেবনের অভ্যাস কষ্ট বাড়িয়ে দিল।

আবার অনেকে শেষ রাতে পেপে ও এক গ্লাস দুধ খেয়ে রোজা রাখার চেষ্টা করেন। এটাও ঠিক না। দুধ প্রচুর পরিমাণে গ্যাস ও এসিড করে। খালি-পেটে খেলে এর মাত্রা বেড়ে যায়। কাজেই খালি পেটে শুধু দুধ খেয়ে রোজা রাখার চেষ্টা করাও ভাল অভ্যাস নয়। তা হলে সাহারীর খাদ্যাভ্যাস কি হবে? কেন, কথায় বলে মাছে ভাতে বাঙ্গালী। তাই যথেষ্ট। সহজপাচ্য বাঙ্গালী খাবারই সাহারীর জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহ আমাদের স্বাস্থ্য সচেতনতার মাধ্যমে খাদ্যাভ্যাস গড়ে রোজা রাখার তৌফিক দিন।